NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ শচীন দেব বর্মন সঙ্গীত জগতের শচীন কর্তা

বিশ্বকাপে প্রথম শূন্য রানে ফিরলেন বিরাট ৮

কলকাতা ৩০ অক্টোবর ২০২৩ ১২ কার্তিক ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 30.10.2023, Vol.17, Issue No. 137, 8 Pages, Price 3.00

ইংল্যান্ডকে ১০০ রানে হারিয়ে টানা ৬ ম্যাচে জয় ভারতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, লখনউ: ৫০ ওভার শেষে ৯ উইকেট হারিয়ে ২২৯ রান করে ভারত। ফলে ইংল্যান্ড তা করতে নেমে ৩৪.৫ ওভারেই ১২৯ রানে গুটিয়ে গেল। বুমরাহ এবং শামির দাপটে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কম রানের পুঁজি নিয়েও জিতল ভারত। সকালে রবিবারে এই জয়ের কারিগর হিসেবে রোহিতের সঙ্গে সূর্যের নামও অবশ্যই করতে হবে। কোনো প্রতিরোধই গড়তে দেখা গেল না ইংল্যান্ডকে। ভারতীয় বোলিংয়ের সামনে একেবারে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে দেখা যায় ইংল্যান্ডে ব্যাটিং। তবে খেলার প্রথম ১০ ওভারেই কিছুটা আঁচ মিলেছিল যে জয়লক্ষ্মী রয়েছেন ভারতের পাশেই। কারণ এই ১০ ওভারের শেষে ইংল্যান্ডের স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৪০। ততক্ষণে আউট জনি বেয়ারস্টো, দাউদ মালান, জো রুট, বেন স্টোকস। এরপর ২০ ওভারে ৬৮ রান ইংল্যান্ডের। শামি-বুমরাহর দাপটে পাঁচ-পাঁচটি উইকেট হারিয়ে বেশ চাপে পড়ে যায় ইংল্যান্ড। এরপর দ্বিতীয় স্পেলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠেন শামি। টাইট লাইন আর লেন্থে করা বলকে মারতে গিয়ে ব্যাটের কানায় লেগে সোজা চলে যায় উইকেটকিপার রাহুলের হাতে। সাজঘরে ফেরেন মইন। এরপর ৩৩ ওভারের ৮ উইকেট হারিয়ে ১১৬ রান করে ইংল্যান্ড। এরপর জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা। তবে রবিবার মোটেই ভাল শুরু করেনি ভারত। প্রথম ১২ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছে ভারত। যে কারণের রানের গতিও ধীর হয়ে গিয়েছে। ২০ ওভার শেষে ৩ উইকেট হারিয়ে ভারতের স্কোর মাত্র ৭৩। রানরেট চারের নীচে- ৩.৬৫। দলের খারাপ সময়ে হাল ধরেছেন রোহিত শর্মা আর কেএল রাহুল। ৯১ রানের পার্টনারশিপও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩১তম ওভারের দ্বিতীয় বলে বড় শট খেলতে গিয়ে মিডঅনে বেয়ারস্টোকে ক্যাচ দেন রাহুল। ৩টি চারের হাত ধরে ৫৮ বলে ৩৯ রান করেন রাহুল। এরপর আরও এক বিশাল ধাক্কা খায় ভারত রোহিত আউট হতেই। এদিন এক খারাপ শট খেলে ১৩ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করেন। আদিল রশিদের বলে রোহিত বড় শট খেলতে গিয়ে লিয়াম লিভিংস্টোনকে ক্যাচ দেন। শেষপর্যন্ত ১০১ বলে ৮৭ রান আউট রোহিত। দলের বড় রানের ওপরে জোর দিতে গিয়ে ৪৯-এ দাঁড়িয়ে বড় শট খেলতে যান সূর্য। আর তাতেই আউট। মাত্র ১ রানের জন্য হাফসেঞ্চুরি মিস করেন সূর্য।

কেরলে পরপর বিস্ফোরণ, মৃত এক, আহত অন্তত ২৩

এর্নাকুলাম, ২৯ অক্টোবর: রবিবারের সকালে কেরলের একটি ধর্মীয় সভায় বিস্ফোরণ। সূত্রের খবর, এক ঘণ্টার মধ্যে একাধিক বিস্ফোরণ হয়। তবে তার তীব্রতা কম ছিল। বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। আহত অন্তত ২৩ জন। তাদের মধ্যে কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তদন্তকারীরা প্রাথমিক ভাবে মনে করছেন, একটি টিফিন কৌটোর মধ্যে রাখা ছিল বিস্ফোরক। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ৯টা ৪৭ মিনিটে প্রথম বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে কনভেনশন সেন্টারটি। কারও কারও মতে যদিও এই সময়টি ৯টা ৪০।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে কালামাসেরি এলাকায় একটি কনভেনশন সেন্টারে বিস্ফোরণ হয়। কনভেনশন সেন্টারে একটি ধর্মীয় সভা চলাকালীন বিস্ফোরণ হয়। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে পরপর বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণ হয় বলেই প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে যায় এনআইএ এবং এনএসজি'র টিম। এদিকে শুরুতে কারা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও,কয়েক ঘণ্টা পরে ধর্মীয় জমায়েতে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার দায় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করে এক ব্যক্তি। ত্রিশূরের বাসিন্দা ৪৮ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির নাম ডোমিনিক মার্টিন। সে কোদাকারা থানায় গিয়ে ধারাবাহিক এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেছে।

কালামাসেরির পুলিশের অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল এমআর অজিত কুমার জানিয়েছেন, গ্রামীণ ত্রিশূরের কোদাকারা থানায় গিয়ে ডোমিনিক মার্টিন নামে ওই ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেছে। সে দাবি করেছে, সকালের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের ঘটনায় তার হাত রয়েছে। সে জানিয়েছে, এদিন ওই কনভেনশন হলে যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রার্থনা চলছিল, সে নিজেও ওই একই গোষ্ঠীর সদস্য। তার এই দাবি সত্যি কিনা, তা যদিও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ ওই ব্যক্তির বক্তব্যের সত্যতা খতিয়ে দেখছে।

সূত্রের খবর, ওই ব্যক্তি আদতে গুজরাতের বাসিন্দা। ম্যাঙ্গালোর থেকে সে কান্নুর হয়ে আরিকোড যাচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। তার সঙ্গে একটি ব্যাগ ছিল যেটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তার ভিতরে কী কী রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ডমিমিককে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। সে মানসিকভাবে সুস্থ কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

নাটকীয় আত্মসমর্পণ এক ব্যক্তির

কেরলে এর্নাকুলামে বিস্ফোরণ

- টিফিন বক্সের মধ্যে লুকনো ছিল বিস্ফোরক, প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে এমন তথ্য।
- কেরল পুলিশ দাবি করেছে, এই বিস্ফোরণে আইইডি ব্যবহার করা হয়েছে।
- দায় স্বীকার করে কেরল পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ ৪৮ বছরের ডোমিনিক মার্টিনের।
- বিস্ফোরণের নেপথ্যে কে বা কারা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের সময় প্রায় আড়াই হাজার মানুষ ওই কনভেনশন সেন্টারে উপস্থিত ছিলেন। কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের সঙ্গে কথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ঘটনাস্থলে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। তৎপর রয়েছে পুলিশ এবং দমকল বাহিনী। কেরল পুলিশ দাবি করেছে, এই বিস্ফোরণে আইইডি ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্ফোরণের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, টিফিন বাক্সের মধ্যে বিস্ফোরক রাখা ছিল। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন।

কেরলের এই বিস্ফোরণের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের। কেরল পুলিশের অনুমান, এটি একটি নাশকতামূলক বিস্ফোরণ। গোয়েন্দারা একে লো ইন্টেনসিটি সিরিয়াল ব্লাস্ট বলে অনুমান করছেন। এর আগেও দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই জাতীয় বিস্ফোরণ হয়েছে। সেই কায়দাতেই কেরলের এই বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে বলে অনুমান। এই লো ইন্টেনসিটি অর্থাৎ বিস্ফোরণের মাত্রা সাংঘাতিক নয়। কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ান্তরে একাধিক বিস্ফোরণ হতে থাকবে। এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের কারণ স্পষ্ট হয়নি।

'আপনি এখনও কান দিয়েই দেখেন!'

বিশ্বভারতীয় ফলক নিয়ে মমতা সরব হতেই রবিতে বিদ্যুতের চিঠি

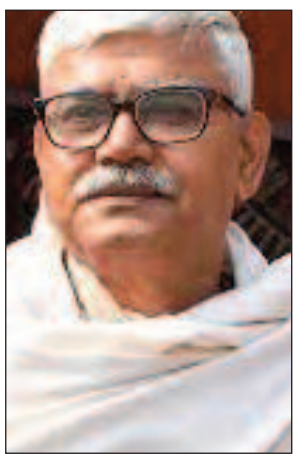

নিজস্ব প্রতিবেদন, বোলপুর: বিশ্বভারতীর ফলক নিয়ে এই বিতর্কের মধ্যেই রবিবার চিঠি দিয়ে উপসাগৃহ থেকে কালীসায়র পর্যন্ত ওই রাস্তা ফেরত চাইলেন উপাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী মমতাকে চিঠি দিয়েছেন বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। শনিবারই বিশ্বভারতীর বিতর্কিত ফলক সরিয়ে দেওয়ার জন্য কেন্দ্রকে 'পরামর্শ' দেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই রবিবার চিঠিতে মমতার উদ্দেশে বিদ্যুতের মন্তব্য, 'আপনার স্তাবকেরা যা বলেন, আপনি তা-ই বিশ্বাস করেন। আপনি এখনও কান দিয়েই দেখেন!'

আশ্রমের ভিতরের রাস্তা ফেরত চেয়ে আগেও মুখ্যমন্ত্রীকে দু'বার চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। রবিবার ফের চিঠি দিলেন তিনি। আর তাতেই মুখ্যমন্ত্রীকে 'কান দিয়ে দেখেন' বলে কটাক্ষ করেছেন। ফলক সরানো নিয়ে উপাচার্য চিঠিতে জানিয়েছেন, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (এএসআই)-এর নির্দেশ মতো ফলক তৈরি হচ্ছে। কিছু দিনের মধ্যেই তা সকলে দেখতে পাবেন।

শান্তিনিকেতনকে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্র বা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ঘোষণা করার পর থেকেই বিতর্কের সূত্রেপাত। সম্প্রতি বিশ্বভারতীর তরফে উপাসনা গৃহ, ছাতিমতলা এবং রবীন্দ্রভবনের উত্তরায়ণের সামনে শ্বেতপাথরের ফলক বসানো হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছে, 'ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট'। তার ঠিক নীচে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বিদ্যুতের নাম রয়েছে। তাতে কবিগুরুর উল্লেখ নেই। তা নিয়েই ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে। এ নিয়ে শনিবার ধর্না মঞ্চ থেকেও উপাচার্যকে নিশানা করেছিলেন তৃণমূল নেতারা। বিদ্যুৎকে তাঁর বাড়ি ও বোলপুর থেকে 'বার করে দেওয়ার' হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন শাসকদলের নেতা গদাধর হাজরা। সেই মঞ্চেই উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাটের বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল। এর পরেই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন বিদ্যুৎ। নিশানা করলেন শাসকদল তৃণমূলকে। সেই সঙ্গে গরু-কয়লা পাচার মামলা, রেশন দুর্নীতি মামলার উল্লেখ করেছেন উপাচার্য। রাজ্যের দুই জেলবন্দি মন্ত্রীর প্রসঙ্গও টানা হয়েছে চিঠিতে। তবে কারও নাম নেওয়া হয়নি। তবে বিদ্যুৎ যে নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের কথাই বলতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট সকলের কাছেই।

বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ যাওয়ায় ক্ষুব্ধ আশ্রমিক থেকে শুরু করে প্রাক্তনী ও বিশ্বভারতীর শিক্ষকদের একাংশ। বিশ্বভারতীর প্রথা অনুযায়ী কোনও উদ্বোধনী ফলক বা স্বীকৃতি ফলকে সাধারণত কারও নাম উল্লেখ করা হয় না।

রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির নজরে ২৫টি মোবাইলের চ্যাট ও কল ডিটেইলস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গ্রেপ্তার হয়েছেন বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রয় মল্লিক। এবার রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে ইডির নজরে ২৫টি মোবাইল ফোন। সূত্রের খবর, এই মোবাইলের তথ্য থেকেই মিলতে পারে দুর্নীতির ছক কীভাবে কষা হয়েছিল, তার হদিশ। মোবাইলগুলো ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, বাকিবুর রহমান ও তাঁদের ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের। ইডির অনুমান, এই দুর্নীতিতে কোটি কোটি কালো টাকা, সাদা করা হয়েছে।

ইডি সূত্রে আরও খবর, যে ২৫টি ফোনের কথা বলা হচ্ছে, সেগুলির চ্যাট ও কল ডিটেলস খতিয়ে দেখা হবে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রত্যেকের সামনে ফোন খুলে দেখা হবে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, রেশন কেলেঙ্কারিতে এই ২৫টি মোবাইলের যোগ রয়েছে।

এর আগে ইডি আদালতে যে রিপোর্ট জমা দিয়েছে তাতে কিছু হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের কথা উল্লেখ করেছে। জানা গিয়েছে, ধৃত বাকিবুর রহমানের দুই কর্মীর মোবাইলের চ্যাটের কথাই উল্লেখ করেছে ইডি। সূত্রের খবর, একটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট লেখা হয়েছিল ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি। তাতে লেখা, 'এমআইসি-কে পেমেন্ট হয়ে গেছে।' পাশে টাকার অঙ্কে লেখা ছিল ৬৮ লক্ষ! ওই সময়েরই আর একটি মোবাইল ফোনের হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটেও একই কথা লেখা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে টাকার অঙ্ক ছিল ১২ লক্ষ

টাকা! এরপরই প্রশ্ন ওঠে কে এই এমআইসি? ইডির দাবি, যে দুজনের মোবাইল থেকে এই চ্যাট পাওয়া গেছে তাঁদের জেরা করে জানা গেছে এমআইসি মানে মিনিস্টার-ইন-চার্জ! যে সময়ের চ্যাটের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয়র কাছেই টাকা পাঠানো হয়েছে। এই ব্যাপারে আরও বিস্তারিত তথ্য পেতে জ্যোতিপ্রিয়, বাকিবুর ও আরও কয়েকজনের মোবাইল ফোন ঘেঁটে দেখতে চান তদন্তকারী অফিসাররা। এছাড়াও ওই ফোনগুলো থেকে কোনও তথ্য মুছে ফেলা হয়েছে কিনা, তা জানতে ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্যও পাঠানো হতে পারে।

শুধু মোবাইল নয়, জ্যোতিপ্রিয়, বাকিবুর ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের বেশ কয়েকটি কোম্পানির ওপরও নজর রাখা হচ্ছে। জানা গেছে, তার মধ্যে তিনটি বন্ধ হয়ে যাওয়া কোম্পানিও আছে। এই কোম্পানিগুলির মালিক ছিলেন বাকিবুর। হঠাৎ কেন কোম্পানিগুলি বন্ধ হয়ে গেল, কোম্পানিতে ঠিক কী কী কাজ হত সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

স্থিতিশীল জ্যোতিপ্রিয়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্থিতিশীল ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার মেডিক্যাল বুলেটিন প্রকাশ করে কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতাল জানায় ডায়বেটিক রোগীরা যে খাবার খেয়ে থাকেন, তা-ই খাচ্ছেন জ্যোতিপ্রিয়। ২৭ অক্টোবর শুক্রবার সেখানে ভর্তি করানো হয়েছে জ্যোতিপ্রিয়কে। রবিবার তাঁর হল্টার মনিটরিং করানো শেষ হয়েছে। এটি হৃদ্‌যন্ত্রের একটি দীর্ঘ পরীক্ষা। এর মাধ্যমে হৃদ্‌স্পন্দনের মাত্রা বোঝা যায়। রবিবার তাঁর মস্তিষ্ক এবং সার্ভাইক্যাল স্পাইনের এমআরআই করানো হয়েছে। জ্যোতিপ্রিয়কে পরীক্ষা করে দেখেছেন বিভিন্ন বিভাগের চিকিৎসকেরা। দেখা গিয়েছে, তাঁর বাঁ হাত এখনও সামান্য দুর্বল। তাছাড়া এমনিতে তিনি ঠিকই আছেন।

ডিএ মামলা নিয়ে এবার ঝাঁপাতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিএ ইস্যুতে শীর্ষ আদালতে নতুন উদ্যমে ঝাঁপাতে চাইছে বঙ্গ বিজেপি। যার ইঙ্গিত মিলছে নতুন আইনজীবী নিয়োগে। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা অর্থাৎ ডিএ বৃদ্ধি নিয়ে টানাপোড়েন চলছেই। সূত্রের খবর, ডিএ মামলায় এবার আরও দুঁদে আইনজীবী নিয়োগ করতে চলেছে পদ্ম শিবির। প্রথম থেকে এই ডিএ মামলায় মুখ্য ভূমিকা নিয়ে এসেছেন সিপিএমের আইনজীবী সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সরকারি কর্মচারীদের বামপন্থী সংগঠনের হয়ে আইনজীবী ফিরদৌস শামিমও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। বিজেপির সংগঠন সরকারি কর্মচারী পরিষদও যুক্ত রয়েছে এই মামলায়। তাঁদের আইনজীবী হিসাবে কলকাতা হাইকোর্টে সওয়াল করেছেন গুড্ডু সিংহ। এখন এই মামলা চলছে শীর্ষ আদালতেও। সেখানে গেরুয়া শিবিরের হয়ে সওয়াল করছেন উদয় মুখোপাধ্যায়। তবে আগামী শুক্রবার (৩ নভেম্বর) সুপ্রিম কোর্টে ওই মামলার শুনানি হলে জাতীয় স্তরের দুই দুঁদে আইনজীবীকে গেরুয়া শিবিরের হয়ে সওয়াল করতে দেখা যেতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথাই জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্বয়ং। তবে কে বা কারা সওয়ালে অংশ নেবেন তা নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপি। প্রসঙ্গত, এই ডিএ মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে রায় দেওয়ার পরে সুপ্রিম কোর্টের শরনাপন্ন হয় রাজ্য সরকার। এরপর নানা কারণে বারবার মামলার দিন পিছোতে থাকে।

ইডি দপ্তরে জ্যোতিপ্রিয় কন্যা, নজরে ২৭ পুরসভার কাউন্সিলররা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে গত শুক্রবার গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। তার দু'দিন পরে রবিবার ইডি দপ্তরে হাজির হতে দেখা গেল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মেয়ে প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে। এদিন সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার সময় সঙ্গে কিছু ফাইল নিয়েও আসতে দেখা যায় তাঁকে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, আয়-ব্যয় সংক্রান্ত বিভিন্ন হিসাব দিতেই এদিন ইডি অফিসে এসেছিলেন জ্যোতিপ্রিয় কন্যা প্রিয়দর্শিনী।

সূত্রের খবর,১০ মিনিট তিনি ছিলেন ইডি দপ্তরে। এরপরই গাড়িতে উঠে বেরিয়ে যান। তবে কী কারণে তিনি সিজিও-তে এসেছেন তা জানতে চাওয়া হলে কার্যত মেজাজ হারাতে দেখা যায় জ্যোতিপ্রিয় কন্যাকে।

এদিকে ইডি সূত্রে খবর, শুধু জ্যোতিপ্রিয় একাই নন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের বিরুদ্ধেও। শুক্রবার আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, ২০১৫-১৬ সালে নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া হলফনামায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক তাঁর স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে থাকা টাকার যে হিসেব দেখিয়েছিলেন তাতে ৪৫ হাজার টাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ইডির দাবি, পরের বছরই দেখা যায় সেই টাকার অঙ্ক গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ কোটিতে। এখানেই শেষ নয়, শুক্রবার আদালতে ইডির আইনজীবী দাবি করেন, প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী এবং বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় নিজের বাড়ির পরিচারক থেকে রাঁধুনির নামে কোম্পানি খুলেছিলেন। এরই পাশাপাশি ইডির আইনজীবী বনমন্ত্রীর স্ত্রী ও মেয়ের প্রসঙ্গে এও জানান, তাঁদের বাড়িতে যাঁদের নামে এমন সিল ও স্ট্যাম্প পাওয়া গিয়েছে যে তাঁরা ওই কোম্পানির নামই জানে না।

এদিকে ইডি সূত্রে খবরও মিলছে যে, রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ইডি-র তরফ থেকে। মূলত উত্তর ২৪ পরগনার ২৭ টি পুরসভায় জ্যোতি ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলরদের ওপর নজর রাখছে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী এজেন্সি।

প্রসঙ্গত, একসময় উত্তর ২৪ পরগনার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন তিনি। এরপর খাদ্যমন্ত্রী হন। বর্তমানে বনমন্ত্রী। স্বাভাবিকভাবেই জেলার বেশ কিছু কাউন্সিলরদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। ইডি আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, এই কাউন্সিলরদের অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু আর্থিক লেনদেন হয়েছে। সেই কারণে ২৭টি পুরসভার প্রায় ৭৫-৮০ জন কাউন্সিলরের তালিকা তৈরি করছে ইডি গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, এই সকল কাউন্সিলরদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে তাঁদের আয়-ব্যয় ও সম্পত্তির হিসাব খতিয়ে দেখা হবে। প্রয়োজনে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদও করা হবে। তবে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে হেপাজতের পাওয়ার পরেই চলবে এই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব।

মদের আসরে মারধরের ঘটনাতে ধুন্ধুমার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: লদী পুজোর রাতে বন্ধুদের সঙ্গে মদের আসরে হাতাহাতির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার ডোমজুড় ব্লকের নিবরা দাস পাড়াতে। স্থানীয় সূত্রের খবর, জনৈক ওই এলাকার বাসিন্দা বাপি নস্করের বাড়িতে রোজই মদের আসর বসত। সেখানে প্রতিদিন একাধিক সংখ্যাতে মদের আসরে যোগ দিত। রবিবার সকালে বাপি নস্করের বাড়ির সামনে রক্ত পড়ে থাকতে দেখে শনিবার রাতের ঘটনার কথা চাউর হয়। এরপরই চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকাতে। এলাকার বাপি নস্করের বাড়িতে চড়াও হয়ে ভাঙচুর ও তাকেও মারধর করে গ্রামবাসীরা। তন্ময়কেকে মেরেছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে নাম জানা না গেলেও স্থানীয় ডোমজুড় থানাতে খবর দেয় বাসিন্দারা। এরপর পুলিশ এসে বাপি নস্করকে আটক করে থানাতে নিয়ে যায়। তার থেকে প্রকৃত ঘটনা জানার চেষ্টা করছে আধিকারিকরা।

যদিও স্থানীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে মারধরের এই ঘটনাতে গুরুতর আহত হয়েছে তন্ময় দাস নামের ওই যুবক। তাকে বন্ধুরা একাধিক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কোথাও ভর্তি না করতে পারায় তাকে কলকাতার পিজি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই সঙ্কটজনক অবস্থায় তার চিকিৎসা চলছে বলেই সূত্রের খবর। তন্ময় দাসকে মারধরের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগের দুইজনকে আটক করেছে ডোমজুড় থানার পুলিশ। আহত তন্ময় দাস ভালো ছেলেই বলে পরিচিত এলাকাতে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে খড়দায় মৃত্যু এক তৃণমূল কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম আকাশ প্রসাদ। এই ঘটনাকে ঘিরে রবিবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ালো খড়দা থানার পুরানী বাজার এলাকায়। তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দিতে ঘটনাস্থলে নামানো হয় র‍্যাফ-সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। সূত্রে বলছে, টিটাগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিকাশ সিং এবং ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোনু সাউয়ের মধ্যে বহুদিন ধরেই কাজিয়া তুঙ্গে। অভিযোগ, রবিবার এলাকা দখলকে ঘিরে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিকাশ সিং গোষ্ঠীর রৌনক পান্ডের সঙ্গে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর সোনু সাউ গোষ্ঠীর মধ্যে মারপিট বাধে। সেই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় আকাশ প্রসাদের। ঘটনায় আক্রান্ত রৌনক পান্ডের অভিযোগ, কাউন্সিলর সোনু সাউ অনুগামী অর্জুন জয়সওয়াল, রোহিত সাউ ও আয়ুশ সাউ তাকে মারধর করে। গন্ডগোলের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আকাশ দা এসেছিল। রৌনকের দাবি, তার বাড়ি ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে। তবুও সে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিকাশ সিংয়ের সঙ্গে থাকে। কিন্তু কাউন্সিলর সোনু সাউয়ের লোকজন ওদের সঙ্গে থাকার জন্য চাপ দিত। এদিকে তৃণমূল কর্মীরা

আকাশের দেহ খড়দা থানার সামনে রেখে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অবশেষে পুলিশ তপ্ত পরিস্থিতির সামাল দেয়। ঘটনা নিয়ে টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ বলেন, এদিন দুপুরে দুজন ছেলের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। সেই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন দুইজন দলীয় কাউন্সিলরও। দুই কাউন্সিলরের মধ্যে তীব্র বাকবিতন্ডা হয়। যদিও পরবর্তীতে উভয়ের বিবাদ মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। পুরপ্রধান কমলেশ সাউয়ের দাবি, মৃত যুবক কাউন্সিলর বিকাশ সিং সমর্থক। তবে কিভাবে ওই যুবকের মৃত্যু হল, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। অপরদিকে ঘটনা নিয়ে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল আশিস মৌর্য বলেন, খড়দার পুরানী বাজার এলাকায় অর্জুন জয়সওয়ালের সঙ্গে রৌনক পান্ডের অনেকদিন ধরেই ঝামেলা চলছিল। এদিন দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। সেই ঝামেলায় অনেকেই জড়িয়ে পড়েন। গন্ডগোলের জেরে আকাশ প্রসাদ নামে এক যুবক অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাকে তৎক্ষনাৎ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ডিসি সেন্ট্রাল বলেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই ওই যুবকের মৃত্যুর কারণ জানা যাবে। তবে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

E-Tender

E- Tenders invited by the Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Joyrampur, Nadia. E **-NIT No.04/15th CFC/ Harekrishnapur/ 2023-24,** Last date of submission **06.11.2023 up to 6p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan, Harekrishnapur Gram Panchayat.

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৩০ শে অক্টোবর, ১২ ই কার্তিক । সোম বার। দ্বিতীয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদ দোষ, প্রাতঃ ৬/ ২০ র পরে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পূজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ ৩০ অক্টোবর । অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ ৩০ তারিখ। শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যয় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে ।তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : পুরাতন বান্ধবীকে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোল্ড্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। আজ গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দিয়ে ফুটবল খেলার উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: প্রতিবছরের মতো এ বছরও নামখানা ব্লকে ফুটবল খেলার উদ্বোধন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের দক্ষিণ শিবপুর নিউ গৌরাঙ্গ স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়। রবিবার সকাল দশটায় এই খেলার উদ্বোধন হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং পতাকা উত্তোলন ও সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে শান্তির বার্তা দিয়ে মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা খেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও এদিন

উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারি-সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ কুমার দিন্দা প্রমুখ।

এদিন মন্ত্রী বলেন, এখানে আসতে পেরে আমি খুবই গর্বিত। খেলোয়াড়রা যদি প্রতিভা দেখাতে পারে তাহলে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে।

এই প্রসঙ্গে ক্লাব সম্পাদক সুমন্ত বাবু বলেন, 'এই বছর আমাদের ৫২ বছরে পদার্পণ করল। ৫২ বছরের এই ঐতিহ্যশালী ক্লাবের প্রতি অনেক মানুষের অবদান রয়েছে। মোট ১৬ টি টিমের টুর্নামেন্ট রয়েছে। উদ্বোধনী দিনে পাঁচটি টিমের খেলা হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে বিশেষ প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষকদের দক্ষ করে তুলতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মাইক্রোসফ্ট ইন্ডিয়ার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিক্ষা দপ্তর স্কুল শিক্ষকদের এই প্রশিক্ষণ দেবে। সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের তরফে এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, 'প্রোফেশনাল ডেভেলপমেন্ট অফ স্কুল টিচার্স এমআইই এক্সপার্ট এডুকেটর প্রোগ্রাম অ্যান্ড হাইব্রিড লার্নিং ৩.০ ট্রেনিং প্রোগ্রাম' শীর্ষক কর্মসূচিতে দু'দিন ব্যাপী অনলাইন প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে কর্মরত এক লক্ষ শিক্ষক সেখানে অংশ নেবেন। স্কুলের প্রধানশিক্ষকদেরও এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হবে। পাঁচটি ভাগে ৩০ অক্টোবর সোমবার থেকে ১২ নভেম্বর দফায় দফায় সব জেলায় এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, ৩০-৩১ অক্টোবর আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভুম ও ঝাড়গ্রামের স্কুলগুলিতে প্রশিক্ষণ চলবে। ১২ নভেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং কলকাতায় এই প্রশিক্ষণ হবে। এই দিনগুলিতে কেবলমাত্র স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।প্রধানশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩-৪ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া এবং হুগলি জেলার স্কুলগুলির প্রধানশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৬-৭ নভেম্বর মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভুম ও ঝাড়গ্রামের স্কুলের প্রধানশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ৮-৯ নভেম্বর পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও কলকাতার স্কুলগুলির প্রধানশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে।

চাঁদের মাটিতে বাস, কিছু সময়ের অপেক্ষা!

নিজভূমে নাগরিক সংবর্ধনায় আবেগ-আপ্লুত ইসরোর তরুণ বিজ্ঞানী সৌরভ মাজি

বিপ্লব দাশ ● বজবজ

ইসরোর বিজ্ঞানী সৌরভ মাজিকে পুরসভার পক্ষ থেকে মানপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত। ছবি প্রিয়া লোধ

নিজের জন্মভূমিতে নাগরিক সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত চন্দ্রযান-৩ সাফল্যের অন্যতম কুশীলব বৈজ্ঞানিক সৌরভ মাজি। গত ২৩ অগস্ট ২০২৩ সন্ধ্যায় পৃথিবীর প্রথম দেশ হিসেবে ভারতবর্ষ চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফল অবতরণ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সেই ইতিহাস সৃষ্টির অন্যতম কারিগরদের মধ্যে রয়েছেন সৌরভ মাজি। বজবজের মাটিতে বেড়ে ওঠা সৌরভের এই অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে নাগরিক সংবর্ধনা দিল বজবজ পুরসভা। চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্তর নেতৃত্বে পুরসভা প্রাঙ্গণে অবস্থিত বিবেকানন্দ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। দেশের মুখ উজ্জ্বল করা এলাকার বিজ্ঞানী সৌরভকে সংবর্ধনা জানাল বিভিন্ন সংস্থা ও অনুরাগী মানুষজন।

রবিবারের এই অনুষ্ঠানে আসার আগে বিজ্ঞানী সৌরভের 'একদিন' পত্রিকাকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে উঠে এল নানা প্রসঙ্গ। চন্দ্রযান-৩ সফল অবতরণের পর কেমন ছিল ইসরোর কক্ষের সেই অনুভূতি। প্রশ্নের জবাবে বিজ্ঞানী সৌরভের প্রতিক্রিয়া, চন্দ্রযান-৩ অবতরণের ঠিক পাঁচ মিনিট ছিল পিনড্রপ সাইলেন্স। কারণ, অবতরণের সময় আমাদের হাতে কিছুই ছিল না। কিন্তু যখন অবতরণ হল, সেই সময় ইসরোর সমস্ত কর্মীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু তখন সকলের দায়িত্ব যেন আরও বেড়ে যায়। তাই আনন্দ চেপে পরের ধাপে বিক্রম-কে ল্যান্ডিং করানো ছিল পরবর্তী চ্যালঞ্জ। আর সেই চ্যালেঞ্জও সাফল্য পেয়েছে। তারপর ১৪ দিন চাঁদের মাটির নানা ছবি তাঁদের কাছে মূল্যবান হয়ে উঠেছে। যা আগামী দিনে ভারতের মহাকাশ গবেষণাকে আর উচ্চস্তরে পৌঁছে দেবে।

সমস্ত মানুষের কৌতূহলী প্রশ্ন থাকে চাঁদে মানুষ কবে বসবাস শুরু করবে? আশাবাদী বিজ্ঞানী সৌরভের প্রতিক্রিয়া, আর হয়তো কয়েকটি বছর। তারপর চাঁদের মাটি-জল সমস্ত কিছুই হাতের মুঠোয় চলে আসবে বিজ্ঞানীদের। তারপরই হয়তো বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

উচ্ছ্বসিত বিজ্ঞানী সৌরভ আগামী দিনে ভারতের মহাকাশ গবেষণা নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, ভারত অত্যন্ত কম খরচে চন্দ্রযান পাঠিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে নজির সৃষ্টি করেছে। এখন বিশ্বের বহু দেশ মহাকাশ গবেষণায় ভারতের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করতে চায়। এরপর চন্দ্রযান-৪ ভারত-জাপানের সঙ্গে যৌথভাবে পাঠানোর কাজ শুরু হয়েছে।

মহাকাশে দীর্ঘ এক মাস নয় দিনের যাত্রা শেষে ভারতের মহাকাশযান চন্দ্রযান-থ্রি চাঁদের বুকে অবতরণ বা 'সফট ল্যান্ডিং'য়ের প্রথম লক্ষ্য আজ সফলভাবে অর্জন করছে, যা ভারতকে বিশ্বের এলিট 'স্পেস ক্লাবে' জায়গা করে দিয়েছে।

বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত মস্তিষ্কপ্রসূত ভূমিপুত্র ইসরোর তরুণ বিজ্ঞানীকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হয় পুরবোর্ডের মিটিংয়ে। তিনি বলেন, বজবজের নাগরিক হিসেবেও আগামী প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদের কর্তব্য। বজবজের সর্বস্তরের মানুষকে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। বিভিন্ন সংস্থা, সংগঠন ও নানা স্তরের মানুষের তরফে বিজ্ঞানী সৌরভ মাজিকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

হৃদরোগ কমাতে যুগান্তকারী আবিষ্কার 'হার্টি ফাইন'

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য কারা নোবেল পুরস্কার পাবেন গত কয়েক বছর ধরে সে ব্যাপারে নোবেল কমিটিকে বছরের সেরা আবিষ্কারগুলির সন্ধান দিয়ে আসছেন নদিয়ার গাংনাপুরের বাসিন্দা ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিকিৎসাবিজ্ঞানী অসীম দত্ত রায়। বর্তমানে তিনি নরওয়ের অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের ওষুধ বিভাগের শিক্ষক। যার তিনশোটির বেশি গবেষণাপত্র এবং একাধিক আন্তর্জাতিক পেটেন্ট রয়েছে। টমেটো ও কিউই ফলের মধ্যে থাকা বিশেষ উপাদান ব্যবহার করে কিভাবে হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা কমানো যায় তা উদঘাটন করে কয়েক বছর আগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই কিউই ফলের নির্যাস থেকেই হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধকারী একটি জীবন দায়ী পুষ্টি পরিপূরক উপহার দিলেন তিনি। রবিবার থেকেই বিশ্বের বাজারে চলে এল 'হার্টি ফাইন' নামে এই পুষ্টি পরিপূরক । আন্তর্জাতিক বাজারে এর যাত্রা শুরু হল কলকাতা শহর থেকেই।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে এটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিজ্ঞানী অসীম দত্ত রায় নিজেই। তিনি বলেন, কিউই ফলের এই নির্যাস সংবহনশীল অনুচক্রিকার অতিসক্রিয়তা এক জায়গায় জড়ো হওয়া কমায় উচ্চ রক্তচাপ, কমায় রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা।

তিনি জানান, 'হার্টি ফাইন' তৈরি হয়েছে এল-আর্জিনাইন ও কিউই ফলের নির্যাস দিয়ে। এই গবেষণায় অধ্যাপক অসীমকান্তি দত্ত রায়ের সঙ্গে রয়েছে জেনিমেন ফার্মাকন ও ইয়ার্ডল্যাবস প্রাইভেট লিমিটেড নামে দুই সংস্থা। তবে এটির ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বে রয়েছেন ইয়ার্ডল্যাবস প্রাইভেট লিমিটেড। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সায়ন্তন রায়চৌধুরী এবং ডিরেক্টর ডক্টর সুবীর সরকার। তারা জানান, হৃদরোগ কমাতে বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়াই তাদের মূল লক্ষ্য। এই প্রথম ভারতীয় বাজারে এল এই ধরনের পুষ্টি পরিপূরক। যেটি ইতিমধ্যেই আটটি দেশে হিউম্যান ট্রায়াল হয়েছে বলে দাবী বিজ্ঞানীর।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর ১৭.৭ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৭৭ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয় শুধুমাত্র হৃদরোগের জন্য। এর মধ্যে কার্ডিও-ভাস্কুলার সমস্যাও রয়েছে। বিশ্বে প্রতিবছর যত জনের মৃত্যু হয় তার ৩১ শতাংশ হয় হৃদরোগের সমস্যার জন্য। হৃদরোগের আশঙ্কা কমাতেই এই আবিষ্কার বলে দাবি এই বাঙালি বিজ্ঞানীর।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩০ অক্টোবর ১২ কার্তিক, ১৪৩০, সোমবার

টানা ৩ বছর পর কলকাতায় শহিদ মিনারে ফের বসবে বাজি বাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দীর্ঘ জটিলতা ও আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে তিন বছর পর কলকাতায় শহিদ মিনারে ফের বাজি বাজার বসতে চলেছে। সেনার তরফেও অনুমতি মেলায় আগামী মঙ্গলবার ৩১ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত বাজি বাজার বসবে বলে উদ্যোক্তা সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির তরফে জানানো হয়েছে। ময়দানে ৫০ টি স্টলে তারাবাজি, ফুলঝুরি, চরকি, হাওয়াই, তুবড়ি, রংমশাল-সহ নানা রকমের বাজি বিক্রি হবে। সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, একই সঙ্গে টালাতে বাজি বাজারের আয়োজন করা হয়। তবে এ বছর তা বসার সম্ভাবনা নেই। সারা বাংলা তবে শুধু কলকাতা নয়, গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় এই বাজি বাজার বসতে চলেছে। সবমিলিয়ে কম-বেশি ৭০ টি জায়গায় বাজি

বাজার বসবে। তার মধ্যে কাওয়াখালি ডুমুর জলা, উত্তরবঙ্গে ২০ টি জায়গায় সবুজ বাজি বাজারের আয়োজন করা হচ্ছে।

বাবলা রায় বলেন, আবার আমাদের জয় হল! দীর্ঘদিন শহিদ মিনার ময়দানে আতসবাজি মেলা বন্ধ থাকার পরে আমাদের অনুরোধে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হস্তক্ষেপ করেন। তারপরেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নির্দেশে ময়দানে আতসবাজি মেলার অনুমতি হাতে এল। আগামী ৩১ অক্টোবর থেকে ১৫ নভেম্বর মেলা চলবে।

এদিকে গত সেপ্টেম্বরে তৃতীয় সপ্তাহে নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারি করে প্রত্যেকটি জেলাশাসকের স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবার আতসবাজি বা সবুজ বাজি মেলা বসবে এলাকায় এলাকায়। কারণ পুজোয় নাচ, গান, খাওয়া-দাওয়ার মাঝে শিশু থেকে বৃদ্ধদের বাজি পোড়ানোর হিড়িক পড়ে। কলকাতা থেকে জেলা, পাড়ার মোড়ে অস্থায়ী বাজির দোকান বসে প্রতি বছর। এ বছরও পাড়ার মোড় থেকে গলিতে কিংবা শহরের বুকে বড় ছাউনিতে অস্থায়ী বাজির দোকান বসবে।সরকারের তরফে সেই সমস্ত ছোট বড় অস্থায়ী বাজি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উৎসবের আগে ছোট বড় অস্থায়ী বাজি ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। তবে লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি নিয়ম এবং বিধি মানার কঠোর নির্দেশ রয়েছে। শুধুমাত্র সবুজ বাজি বিক্রির জন্য লাইসেন্স দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কোনওরকমভাবেই শধবাজির ব্যবহার যাতে না-হয় সে বিষয়টিও গুরুত্ব দিয়ে দেখার কথা বলা হয়েছে।

বিজেপির অমৃত কলস যাত্রা হল কলকাতায়
ছিলেন বিজেপির হেভিওয়েট নেতারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপির অমৃত কলস যাত্রা হল কলকাতায়। কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত হল এই মিছিল। এদিনের এই মিছিলে মাথায় প্রতীকী কলসি নিয়ে হাঁটতে দেখা যায় বিজেপির তাবড় নেতাদের। বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, সমস্ত মনীষীদের মাটি থেকে ভিটে থেকে মাটি সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। জেলার বিভিন্ন কর্মী সমর্থকরা কলসি করে এই মাটি নিয়ে আসেন। এরপর এই মাটি নিয়ে বিজেপি-র বিভিন্ন ব্লকের নেতা, কর্মীরা রবিবারই দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। গেরুয়া শিবিরের দাবি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগ্রহ করে আনা মাটি দিয়েই তৈরি হবে দিল্লির ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালের অমৃত উদ্যান। এদিনের এই মিছিলের পর ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে হয় সমাবেশ। এদিনের এই মিছিলে হাঁটলেন তাবড়-তাবড় বিজেপি নেতারা। ছিলেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি

দিলীপ ঘোষ, বর্তমান বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, অগ্নিমিত্রা পাল, অপর প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা সহ আরও অনেকেই। এরই পাশাপাশি মিছিলে নজরে আসে পঞ্চাশ-ষাট জন ঢাকির উপস্থিতিও।

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা দিবসের আগে 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে শহিদদের স্মরণে 'মেরি মাটি মেরা দেশ' কর্মসূচির চালুর কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দেশের সমস্ত শহিদদের সম্মান জানাতেই এই কর্মসূচির অধীনে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের শহিদ-ভূমি থেকে মাটি সংগ্রহ করার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। তারপর সেই মাটি নিয়ে দিল্লিতে অমৃত বাটিকা গড়ে তোলা হবে। গত মাসের গোড়ায় সেই মাটি সংগ্রহের কর্মসূচি অমৃত কলস যাত্রার সূচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

আধিকারিকের সংখ্যা অপ্রতুল, সমস্যায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগ থেকে রেশন দুর্নীতি এই দুই ইস্যুতে তৎপরতা বাড়িয়েছে ইডি-সিবিআইয়ের মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। বিশেষত পুজোর পর যেন আরও নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়েছে তারা। হেপাজতে নিয়েছে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মতো হেভিওয়েট মন্ত্রীকেও। তবে আধিকারিকদের অভাবে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে বেগ পেত হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে। সম্প্রতি, কলকাতা হাইকোর্টে আধিকারিকদের এই অভাবের কথা জানানোও হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি-র তরফ থেকে। এবার একই সমস্যার মুখোমুখি সিবিআইও।

প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির পাঁচটি মামলার তদন্ত করছে সিবিআই। মামলার তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিটে রয়েছেন পাঁচজন সিবিআই আধিকারিক। তাঁদের সাহায্যের জন্য সিবিআইয়ের কাছে নেই অতিরিক্ত কোনও আধিকারিক। সেই কারণে তদন্তের গতি ক্রমশ ধীর হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তের শ্লথ গতি নিয়ে প্রতিনিয়ত উচ্চ ও নিম্ন আদালতে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে।

সূত্রের খবর, বর্তমানে নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের অ্যান্টি করাপশন ব্রাঞ্চে মোট ২২ জন আধিকারিক রয়েছেন। এদিকে সিটের সদস্য ছাড়া অন্য কোনও আধিকারিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে অংশ নিতে পারবেন না। সেই কারণে একজন অফিসারকে তদন্তের পাহাড়-প্রমাণ চাপ সামলাতে হচ্ছে। একইসঙ্গে আদালতে হাজিরা দেওয়ার দায়িত্বও রয়েছে। তদন্তে কোনও নতুন ব্যক্তির নাম উঠে এলে, তাঁর সম্পর্কেও তথ্য জোগাড় করতে হচ্ছে এই আধিকারিকদেরই। ফলে এই বিপুল চাপ সামাল দিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে সিবিআই আধিকারিকদের। এরই পাশাপাশি মামলা সংক্রান্ত বিভিন্ন নথিপত্র পরীক্ষার কাজও সামলাতে হচ্ছে এই আধিকারিকদের। সেখানে অন্য আধিকারিকদেরর সাহায্য তাঁরা পাচ্ছেন না। ফলে এর প্রভাব পড়ছে গোটা তদন্ত প্রক্রিয়ার উপর।

শুধু তাই নয়, নিজাম প্যালেসের ফরেন্সিক ল্যাবের অবস্থাও তথৈবচ। বর্তমানের প্রতিবেদন থেকে জানা গিয়েছে, ফরেন্সিক ল্যাবে মোটে ১ জন কর্মী রয়েছেন। তাঁর একার পক্ষে বিভিন্ন ডিজিটাল তথ্য বিশ্লেষণ করাও সমস্যার। গোটা বিষয়টি করতে অনেকটাই সময় লাগছে। ফলে সঠিক সময়ে তদন্ত শেষ করা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অফিসারের সংখ্যা না বাড়লে কী করে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব, সেই প্রশ্নই এখন ভাবাচ্ছে নিজাম প্যালেসের সিবিআই কর্তাদের।

সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেও বাংলায় ২১৩ আসন বেড়ে ২৫০ হবে: পার্থ ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সবাইকে জেলে ঢুকিয়ে দিলেও, সেই হাওয়াই চটি পরা সাদা মহিলা একা বাংলা ঘুরে বেড়াবেন। আর বাংলায় ২১৩ আসন বেড়ে ২৫০ হবে। রবিবার নৈহাটির নবনির্মিত বড়মা কালী মন্দিরের দ্বারোঘাটন করে এমনটাই বললেন রাজ্যের সেচমন্ত্রী তথা নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক। প্রসঙ্গত, নৈহাটির অরবিন্দ রোডের নবনির্মিত মন্দিরে চার'দিন আগে কষ্টি পাথরের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এদিন বড়মার নতুন মন্দিরের দ্বারোঘাটন করে রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেপ্তার করেও উত্তর ২৪ পরগনায় তৃণমূলকে দুর্বল করা যাবে না। পার্থর কথায়, বিরোধীরা ভাবছেন দলের নেতা-মন্ত্রীদের গ্রেপ্তার করলে নিচুতলার কর্মীরা ঘরে ঢুকে যাবেন। কিন্তু নিচুতলার কর্মীরা শুধু মমতা ব্যানার্জিকে চেনেন। অপরদিকে বরানগরের বিধায়ক তথা দমদম-ব্যারাকপুর জেলার তৃণমূল সভাপতি তাপস রায় বলেন, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের ওপর ভয়ঙ্করভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করা হচ্ছে। ২০২৪ সালে বাংলার মানুষ এর জবাব গুছিয়ে দেবে।

বোধিবিহার শ্যামনগর শাখাকে শবদাহ বহনকারী গাড়ি প্রদানের আশ্বাস সাংসদ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কঠিন চীবর দান। কথিত আছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তুলো থেকে সুতো বের করে বস্ত্র তৈরি করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দান করতে হয়। যদিও বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের বিশ্বাস, কঠিন চীবর দান করতে পারলে ইহকাল ও পরকালে নির্বাণ তথা মুক্তিলাভ করা সম্ভব। 'বোধিবিহার' শ্যামনগর শাখার তরফে রবিবার ঘটা করেই আয়োজিত হল ৫৯ তম 'কঠিন চীবর দানোৎসব।' ভাটপাড়া পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর বড়ুয়া পাড়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে আয়োজিত কঠিন চীবর দান উৎসবে এদিন বিকেলে হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের জনপ্রিয় সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন বোধিবিহার শ্যামনগর শাখার তরফে সাংসদের কাছে শবদাহ বহনকারী

গাড়ির দাবি করা হয়। সেই দাবি মেনে জনদরদী সাংসদ অর্জুন সিং বোধিবিহার শ্যামনগর শাখাকে সেই গাড়ি প্রদানের আশ্বাস দিলেন। এদিন সাংসদ বলেন, শ্যামনগর বড়ুয়া পাড়ার বৌদ্ধ মন্দির শান্তির জায়গা। তাছাড়া তিনি গয়া ও সামনাথের বৌদ্ধ মন্দির দর্শন করেছেন। এমনকী, থাইল্যান্ডে পাহাড়ের কোলে অবস্থিত বৌদ্ধ মন্দিরও তিনি দর্শন করেছেন। সাংসদ ছাড়াও কঠিন চীবর দানোৎসবে হাজির ছিলেন ভাটপাড়া পুরসভার সিআইসি হিমাংশু সরকার, ভাটপাড়ার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান সোমনাথ তালুকদার-সহ বিশিষ্টজনেরা।

মঙ্গলবার থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তরের ক্লাস শুরু হলেও বহু আসনই ফাঁকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ৩১ অক্টোবর, মঙ্গলবার থেকে শুরু হতে চলেছে স্নাতকোত্তরের ক্লাস। তবে তার আগে স্নাতকোত্তরে ছাত্র ভর্তির যে চিত্র সামনে এসেছে তাতে কপালে ভাঁজ পড়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, বহু আসন এখনও ফাঁকা পড়ে রয়েছে। এমনকী দফায়-দফায় কাউন্সেলিং করেও এই আসন পূরণ হয়নি বলেই জানাচ্ছে তারা। আর্টস, কমার্স, সায়েন্স এই তিন শাখাতেই ছাত্র ভর্তির চিত্রটা একই রকম। এই প্রসঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া খবর অনুসারে, ইতিমধ্যেই বেশ কিছু বিভাগের কাছে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের নামের তালিকা পৌঁছেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, মোট আসন সংখ্যার তুলনায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের সংখ্যা অনেক কম।

যেমন, ৩১টি আসন থাকা ইলেকট্রনিক সায়েন্স বিভাগে মাত্র ১০ জন পড়ুয়ার নামের তালিকা পৌঁছেছে। একই আসন সংখ্যার বায়োফিজিক্স বিভাগেও ছবিটা একেবারেই এক। ৯৫টি আসন বিশিষ্ট ফিজিক্সে ছাত্রভর্তির সংখ্যা ৬০। অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিক্সের ৫৮টি আসনে জনা তিরিশ ছাত্র স্নাতকোত্তরে ভর্তি হয়েছেন। এদিকে মঙ্গলবার থেকে ক্লাস শুরু হওয়ার কথা। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি অধীনস্থ বেশ কয়েকটি কলেজেও বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তরের কোর্স রয়েছে। সেগুলিতেও ১০০ শতাংশ আসন পূরণ হবে কিনা তা নিয়ে আশঙ্কা রয়েছে। তবে এ খবরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে মিলছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আসন পূরণে আরও একমাস ভর্তি প্রক্রিয়া চালাতে হতে পারে।

মা লক্ষ্মীর বিদায় বেলায়। বাজে কদমতলা ঘাটে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নভেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে। মূলত, ১ বৈশাখ বাংলা দিবস পালন এবং 'বাংলার মাটি বাংলার জল', গানটি রাজ্য সংগীত করার প্রস্তাবের উপর আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে রাজ্যপালের ছাড়পত্র মিলেছে। এছাড়াও বিধানসভার এই অধিবেশনে আলোচনা হবে বিধায়ক-মন্ত্রীদের মাইনে বাড়ানো নিয়ে। এদিকে মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গ্রেপ্তারির খবর বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কেও জানিয়েছে ইডি। বিধানসভার পরবর্তী অধিবেশনে এ সংক্রান্ত বিষয় উত্থাপন করবেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিকে বিধানসভায় তৃণমূলের পরিষদীয় দলের একটি অ্যাকাউন্ট রয়েছে। যেখানে প্রতি মাসে বিধায়করা একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা জমা দেন। ওই টাকাই পরিষদীয় দলের বিভিন্ন কর্মসূচিতে খরচ করা হয়। এই অ্যাকাউন্ট দেখ ভালের দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের তিন মন্ত্রী। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম এবং জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এই অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে হলে তিনজনকেই সই করতে হয়। জ্যোতিপ্রিয় গ্রেপ্তার হওয়ায় এবার অ্যাকাউন্ট কীভাবে পরিচালিত হবে, তা নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, 'এই অ্যাকাউন্টের বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার দিনভর তল্লাশি এবং দীর্ঘ ২৩ ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পরে ভোররাত সাড়ে ৩টে নাগাদ গ্রেপ্তার করা হয় রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। আদালতে অসুস্থ হয়ে পড়ায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি।

কালীপুজো আর দীপাবলির সঙ্গে বাজির সম্পর্ক খুঁজতে হয়রান ইতিহাসবিদ ও রাজনীতিবিদরা

শুভাশিস বিশ্বাস

কালীপুজো হবে অথচ বাজি পোড়ানো হবে না তা ভাবতেই পারে না বাঙালি। প্রায় একই ঘটনা দীপাবলির ক্ষেত্রেও। কালীপুজোর সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে গেছে আতসবাজি পোড়ানোর এক রীতি। তবে, কালীপুজোর সঙ্গে বাজির সম্পর্ক খুঁজতে হোঁচট খাচ্ছেন ইতিহাসবিদরা। কালীপুজোর এ রীতি নেহাতই আনকোরা বলে তাঁদের অভিমত। এই ইস্যুতে বিতর্কে জড়িয়েও পড়তে দেখা গেছে আমলা থেকে রাজনীতিবিদদেরও।

এই প্রসঙ্গে বাংলা, বাঙালি বিষয়ক গবেষক এবং প্রবীণ অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৮০২ থেকে ১৮১২ বাঙালির সমাজ জীবনের দর্পণ উইলিয়ম ওয়ার্ড সাহেবের জার্নাল তন্ন তন্ন করে ঘেঁটে জানান, 'বাঙালির নানা আচার, অনুষ্ঠান পার্বণের খুঁটিনাটি, ফিরিস্তি থাকলেও কালীপুজোয় বাজি পোড়ানোর গল্প এক ফোঁটা নেই।' এছাড়াও বহু চর্চিত হুতোম পেঁচার নকশাতেও কলকাতার নাগরিক-জীবনের বিভিন্ন ধরনের আমোদের কথা লেখা হলেও বাজি-প্রসঙ্গ কার্যত মেলেনি। এই প্রসঙ্গে আবার কারও ধারনা, উত্তর ভারতের 'দেওয়ালি' থেকে বঙ্গ সংস্কৃতিতে যোগ হয়েছে এই বাজি ফাটানোর রীতি। তবে দেওয়ালিতেও মোগল আমলে অন্তত আলো জ্বললেও বাজির বেশি চল খুঁজে পাননি ইতিহাসবিদরা। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যকে সিলমোহর দিয়েছেন বাঙালির সংস্কৃতি বিষয়ক প্রাবন্ধিক তথা প্রাক্তন আমলা ও সাংসদ জহর সরকারও। এই প্রসঙ্গে জহর সরকারের অভিমত, 'কালীপুজো ও বাজির সম্পর্ক অনেকটাই প্রেম, ভালবাসা ও দামি হিরের সম্পর্কের মতো। ইতিহাস বা লোকাচার নয়, নিছকই বাণিজ্যের শর্ত মেনে তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে প্রাচীন পরম্পরা নেই।' তাঁর ধারণা, ১৯৪০ এর দশকের পরে শিবকাশীর বাজির কারবারের বাড়বাড়ন্তের হাত ধরে বাজির প্রকোপ এতটা ছোঁয়াচে হয়ে উঠেছে।

তবে এটা ঠিক বিংশ শতকের গোড়ায় কলকাতার বনেদি বাড়িতে তুবড়ি, রং মশাল বিশারদদের দেখা মিলত। এদিকে মার্বেল প্যালেসের মল্লিক বাড়ির সদস্যরা জানিয়েছেন, বিয়ের পর বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়িতে কালীপুজোর তত্ত্ব আসত। আর সেখানেই থাকত নানা ধরনের বাজির সম্ভার। সেটাও ১৯২০-৩০ এর সময়ের কথা। ফলে এই বাজি-সংস্কৃতি তখন প্রধানত বড়-বাড়ির ব্যাপার ছিল বলেই মনে করেন ইতিহাসবিদরা। এদিকে পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ও জানান, 'কালীপুজোর সঙ্গে বাজির সম্পর্কে ঐতিহ্যের যোগ খোঁজাটা বেশ হাস্যকর।'

এই বাজি বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় আমলা থেকে রাজনীতিবিদদেরও। প্রাচীন ভারতে হিন্দুরা তাদের উৎসবের সময় আদৌ আতসবাজির ব্যবহার করতেন না, সামাজিক মাধ্যমে এই দাবি করার পর তীব্র আক্রমণের মুখে পড়েন বেঙ্গালুরু একজন ডার্কসাইটে পুলিশ কর্মকর্তা ডি রূপা মৌদগিল। যিনি 'ডি রূপা' নামে বেশি পরিচিত। এই বিত্রক এমন জায়গায় পৌঁছয় যে ওই সিনিয়র আইপিএস অফিসারকে সাসপেন্ড করার দাবি জানান বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক দল ডিএমকে-র নেত্রী কানিমোজি বা কংগ্রেসের জাতীয় মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি'র তীব্র সমালোচনার মুখে ও পড়েন ওই পুলিশ কর্মকর্তা।

এই বিতর্কের সূত্রপাত, ২০২০-র ১৪ নভেম্বর অর্থাৎ দীপাবলির দিনে আইপিএস ডি রূপার একটি টুইটার পোস্টকে ঘিরেই। দীপাবলিকে কেন্দ্র করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আতসবাজির বেচাকেনা ও জ্বালানোর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ও বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল, সেই পটভূমিতেই ওই পোস্টটি করেছিলেন বেঙ্গালুরুর ওই জনপ্রিয় পুলিশ কর্মকর্তা। টুইটারে তিনি নিজেরই একটি ফেসবুক লিঙ্ক পোস্ট করেন, যাতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'আমাদের উৎসব কি এতই অন্তঃসারশূন্য যে আতসবাজি না-ফাটালে উৎসব হবে না?' একইসঙ্গে তাঁর সংযোজন, 'দীপ জ্বালিয়ে, মানুষের সঙ্গে দেখা করে বা মিষ্টি বিলি করে কত ভাবেই না উৎসব পালন করা যায়! অথচ কিছু লোক বাজি ফাটানোর জন্যই জেদ ধরে থাকবে!' পাশাপাশি তিনি এও বলেন, 'আতসবাজি ফাটানো যাচ্ছে না বলে যারা হিন্দুদের সর্বনাশ হয়ে গেল রব তুলছেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলব বৈদিক যুগের আগে-পরেও কিন্তু বাজি ফাটানোর কোনও রীতি ছিল না। আমাদের পুরাণ-মহাকাব্যেও আতসবাজির কোনও উল্লেখ নেই। এই দেশে আতসবাজি এসেছে ইউরোপীয়ানদের হাত ধরে। কাজেই এটা কখনওই হিন্দু ধর্মের 'কোর ট্র্যাডিশন' বা মৌলিক পরম্পরা, রীতিনীতির অংশ নয়!'

এই পোস্টের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সমাজের একটা বড় অংশ ডি রূপাকে আক্রমণ করতে শুরু করে। এদিকে 'ট্রু ইন্ডোলজি' হ্যান্ডল থেকে দাবি করা হয়, প্রাচীন ভারতে আতসবাজির ব্যবহার ছিল না, এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল। এরই রেশ ধরে 'ট্রু ইন্ডোলজি' ওই পুলিশ কর্মকর্তার উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে মন্তব্য করে, 'প্রাচীন শাস্ত্র ও পুরাণ থেকে শ্লোক উদ্ধৃত করে আমরা দেখিয়ে দিতে পারি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বাজি ফাটানোর চল ছিল।' এরপর 'ট্রু ইন্ডোলজি' এবং ডি রূপার মধ্যে তর্কাতর্কি এতাটাই তিক্ততার পর্যায়ে পৌঁছয় যে টুইটার ট্রু ইন্ডোলজি-র অ্যাকাউন্টটিই বন্ধ করে দেয়। যদিও এ জন্য তারা কোনও নির্দিষ্ট কারণ দেখায়নি।

সোদপুর গুলি কাণ্ডে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: দশমীর রাতে খড়দা থানার সোদপুর রাসমণি মোড় সংলগ্ন নন্দনকানন এলাকায় শুভজিৎ ঠাকুর ওরফে বাচ্চা নামে এক যুবককে গুলি করে চম্পট দিয়েছিল তিন দুষ্কৃতী। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে শনিবার রাতে খড়দা থানায় পুলিশ প্রথমে বিশ্বজিৎ বারুই ওরফে পাগলা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শম্ভু সরদার ও বিজয় সিং নামে আরও দু'জনকে পুলিশ পাকড়াও করেছে। কি কারণে এই ঘটনা এবং ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নিয়ে পুলিশ তা খতিয়ে দেখবে।

সম্পাদকীয়

শিশুদের খাদ্যের জন্য বেশি অর্থ দেওয়া জরুরি

ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জাতীয় প্রকল্পে পুষ্টি সহায়তার সংজ্ঞায় রয়েছে, প্রাথমিক শ্রেণির শিশুর জন্য দৈনিক অন্তত ১২ গ্রাম ও ৪৫০ ক্যালরি, আর উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২০ গ্রাম ও ৭০০ ক্যালরি ধার্য করতে হবে। প্রশ্ন হল, মিড-ডে মিল খাতে কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দ সঙ্কোচনের এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ কী ভাবে হবে? দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সত্ত্বেও দু'বছরের বেশি সময় কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক বরাদ্দ বাড়ায়নি। এই বছর ১ অক্টোবর থেকে এই খাতে বরাদ্দ যৎসামান্য বেড়েছে। প্রাথমিক স্তরে মাথাপিছু মাত্র ৪৮ পয়সা বেড়ে এ বারে মোট হয়েছে ৫ টাকা ৪৫ পয়সা, এবং উচ্চ প্রাথমিকে মাথাপিছু ৭২ পয়সা বেড়ে হয়েছে ৮ টাকা ১৭ পয়সা। কেন্দ্র ও রাজ্য ৬০৪০ অনুপাতে এই অর্থ দেবে। দৈনন্দিন খাদ্যদ্রব্যের দাম বাজারে চরমে উঠলেও দেখা যাচ্ছে, রান্নার চাল বাদে জ্বালানি-সহ যাবতীয় ভোজন সামগ্রীর খরচ এই বরাদ্দের মধ্যেই রয়েছে। একটি পোলট্রি ডিমের দাম যেখানে ৫ টাকারও বেশি, সেখানে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক শ্রেণিতে এমন বৃদ্ধি কি উপহাসের নামান্তর নয়? আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়; এই প্রকল্প চালু করার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদ্যালয়ে ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা। যদি এই প্রকল্পে সরকারি অর্থ-জোগানের বিষয়টি ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়, তবে এর প্রভাব কি শিক্ষার সঙ্কটকেও বহু গুণ বাড়িয়ে দেবে না? এই প্রসঙ্গে আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় যোগ করা যায়। ২০১৮ সালে, সরকার-নিযুক্ত একটি কমিটি সমীক্ষায় দেখিয়েছিল, সরকারি স্কুলে ৩৮ শতাংশেরও বেশি শিশু সকালের খাবার না খেয়েই ক্লাসে উপস্থিত হয়, এবং মধ্যাহ্নভোজ প্রকল্পের অধীনে পরিবেশিত খাবার তাদের দিনের প্রথম খাবার। কমিটি তখন স্কুলে প্রাতরাশ পরিবেশনের সুপারিশ করেছিল। এ ছাড়া, ২০২০ সালে নতুন শিক্ষা নীতিও (এনইপি) শিশুদের প্রাতরাশের প্রয়োজনের কথা বলে। সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানও সাংবাদিকদের বলেছিলেন, মিড-ডে মিল প্রকল্পের অধীনে প্রাতরাশ চালু করার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে সরকারের। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মিড-ডে মিলের নাম বদলে 'প্রধানমন্ত্রী পোষণ প্রকল্প' করা হলেও, প্রাতরাশকে অন্তর্ভুক্ত করা হল না। এমন মূল্যবান প্রস্তাবটি এখন বিশ বাঁও জলে! অথচ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া-সহ বিশ্বের বহু উন্নয়নশীল দেশে স্কুলে শিশুর প্রাতরাশ চালু আছে। শিশুর প্রয়োজনীয় খাদ্য-সংস্থানের জন্য অর্থ বরাদ্দে যদি জোর দেওয়া না হয়, এ দেশের ১১.৮০ কোটি শিশু তথা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কী ভাবে সুরক্ষিত হবে?

শাশ্বত কথা

ঈশ্বর

মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। ভগবান নরলীলা করতে ভালবাসেন কিনা। শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ছেলে ছিলেন। রাম দশরথের বেটা। চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি -এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে,ভগবান কি অমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন ? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি। আহা! ঠাকুর বলতেন, 'হরিণের নাভিতে কস্তুরী হয়, তখন তার গন্ধে হরিণগুলো দিকে দিকে ছুটে বেড়ায়, জানে না কোথা হতে গন্ধটি আসছে'। তেমনি ভগবান এই মানুষের দেহের মধ্যেই রয়েছেন, মানুষ তাঁকে জানতে না পেরে ঘুরে মরছে। ভগবানই সত্য, আর সব মিথ্যা।

— শ্রীশ্রী মা সারদা

জন্মদিন

আজকের দিন

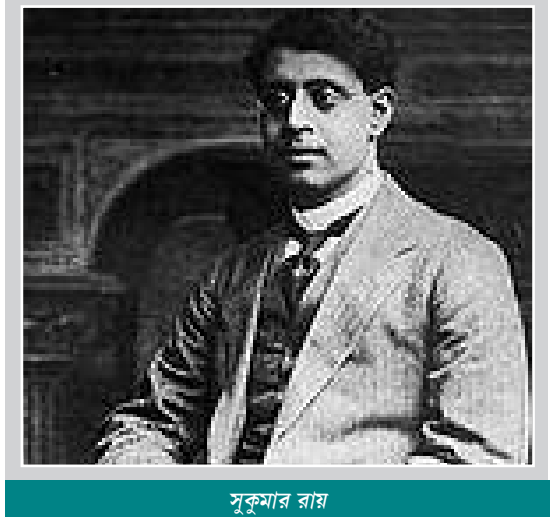

সুকুমার রায়

১৮৮৭ *বিশিষ্ট লেখক সুকুমার রায়ের জন্মদিন।*
১৯০৯ *বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী হোমি জে ভাবার জন্মদিন।*
১৯৫৮ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী অভিজিৎ ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*

শচীন দেব বর্মন সঙ্গীত জগতের শচীন কর্তা

এস ডি সুব্রত

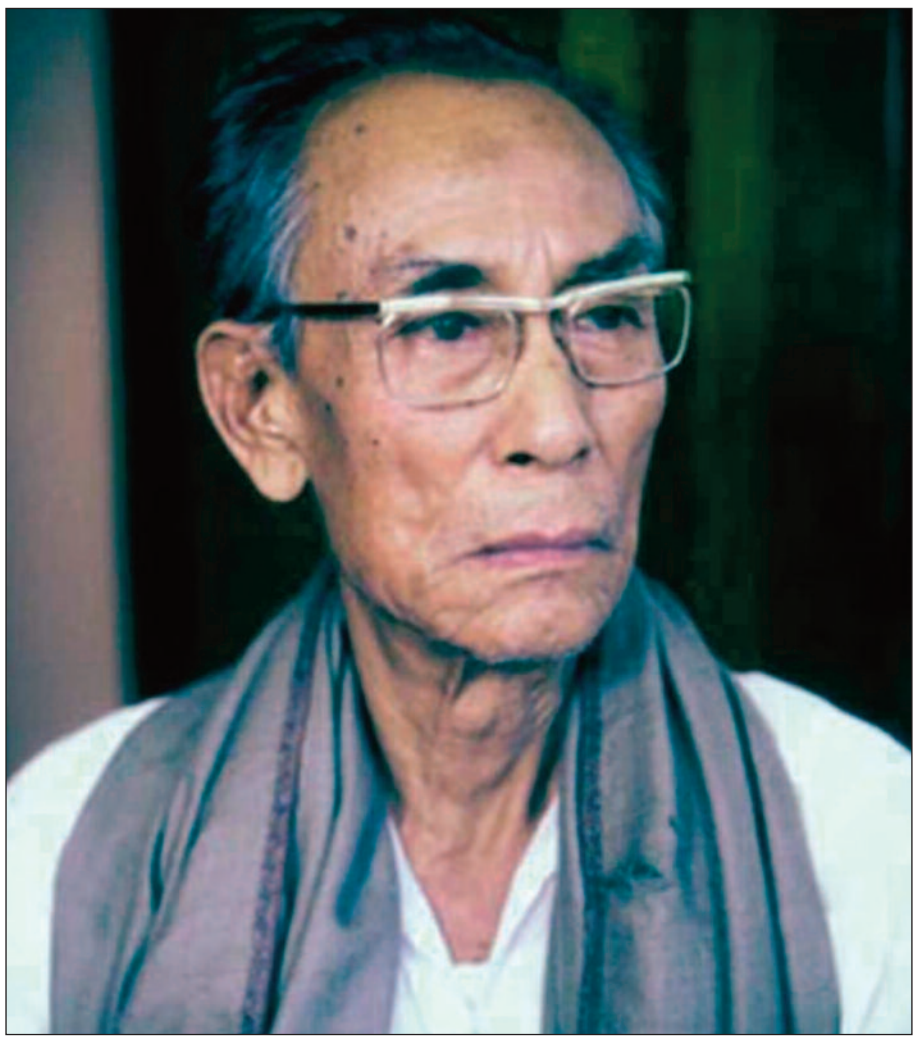

শচীন দেব বর্মন। সংক্ষিপ্ত করে বললে এসডি বর্মন। অনেকেই হয়তো জানে না, এসডি বর্মন এই বাংলাদেশেরই সন্তান। ত্রিপুরার বিখ্যাত চন্দ্রবংশীয় মানিক্য রাজবংশে তাঁর জন্ম। পিতার নাম নবদ্বীপচন্দ্র দেববাহাদুর। সঙ্গীত জগতে তিনি শচীন কর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। হওয়ার কথা ছিলো ত্রিপুরার রাজা। হয়ে গেলেন বাংলা গানের মুকুটহীন সম্রাট। করেছেন অসংখ্য কালজয়ী সব গান ,যার আবেদন কমেনি আজও। নতুন প্রজন্মের কাছে তিনি আজও আইকন।১৯৩২ সালে কলকাতা রেডিও দিয়ে যাত্রা শুরু। একই সাথে করেন মঞ্চ নাটকেও সঙ্গীত পরিচালনা। ১৯৩৪ সালে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে গান গেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন।

তুমি এসেছিলে পরশু, কাল কেন আসোনি?' কিংবা 'আমি তাকদুম তাকদুম বাজাই বাংলাদেশের ঢোল' অথবা 'বাঁশি শুনে আর কাজ নাই' আরও আছে 'শোনো গো দখিন হাওয়া', 'নিশিতে যাইও ফুল বনে', 'কে যাস রে ভাটির গাঙ বাইয়া'! এখানেই শেষ নয়! 'তুমি যে গিয়াছ বকুল-বিছানো পথে', 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে', 'ঘাটে লাগাইয়া ডিঙা'।

এমন অসংখ্য কালজয়ী গান যেমন তার হাত ধরে এসেছে তেমনি তিনি গড়ে তুলেছেন এই উপমহাদেশের অনেক বিখ্যাত গায়ক, গীতিকার, সুরকার ও সংগীত পরিচালককেও। ভারতীয় সংগীতে তিনি স্রষ্টার মতো। গানের আঙিনায় তাকে সম্মান করে ডাকা হয় 'কর্তা' বলে। লোকজ ও রাগ সংগীতের সংমিশ্রণে সংগীত ভুবনে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন তিনি।

ত্রিপুরার রাজবংশ নিয়ে অনেক গল্প-কাহিনী প্রচলিত আছে। এসব কাহিনী নিয়ে মানে রাজবংশের ইতিহাসকে আশ্রয় করে পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে একটি গ্রন্থ প্রণীত হয়। পদ্যে রচিত গ্রন্থটির নাম দেওয়া হয় 'রাজমালা'। পরবর্তীতে গ্রন্থটির তথ্য হালনাগাদ করা হতে থাকে। সেই সময় ত্রিপুরা সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট এবং কুমিল্লা। তাই এই বইতে এসব অঞ্চলের ইতিহাসও উঠে এসেছে।

'রাজমালা' ছয়টি লহর বা খণ্ডে বিভক্ত। এই খন্ডগুলোর যুগে যুগে আধুনিকীকরণ হয়েছে। রাজবংশেরই একজন কর্মচারী ১৮৯৬ সালে ত্রিপুরার ইতিহাস নিয়ে আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন। এটির নামও দেওয়া হয় 'রাজমালা'। গ্রন্থটির রচয়িতা ছিলেন শ্রী কৈলাসচন্দ্র সিংহ। বইটি রচনা করা হয় মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্য বাহাদুরের আমলে।

বীরচন্দ্র মানিক্য রাজা হওয়ার আগে সিংহাসনের আরেকজন শক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি শচীন দেব বর্মনের বাবা নবদ্বীপচন্দ্র দেববাহাদুর , বীরচন্দ্রের সৎভাই। সিংহাসনের অধিকার পাওয়ার লোভ বীরচন্দ্রকে হিংস্র ও নির্দয় করে তোলে। তিনি কয়েকবার নবদ্বীপচন্দ্রকে হত্যার চেষ্টা করেন। এ পর্যায়ে নবদ্বীপচন্দ্র রাজপরিবারের জ্যেষ্ঠ কর্মচারী কৈলাসচন্দ্র সিংহের পরামর্শে কুমিল্লায় চলে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করা শুরু করেন। রাজসিংহাসনের দাবি ত্যাগ করার পর কুমিল্লা শহরের দক্ষিণে চর্থা এলাকায় নবদ্বীপচন্দ্রকে বীরচন্দ্র ৬০ একর জমি দান করেন। এখানে নবদ্বীপচন্দ্র একটি দালান নির্মাণ করেন। এই দালানেই শচীন দেব বর্মনের জন্ম হয়।

ছোটবেলা থেকেই একটি সংগীতের আবহে বেড়ে ওঠেন শচীন দেব বর্মন। বাবা ছিলেন একজন সেতারবাদক ও ধ্রুপদী সংগীত শিল্পী। বাবার কাছেই গ্রহণ করেন সংগীতের তালিম। এরপর ওস্তাদ বাদল খান এবং বিশ্বদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে।

শচীন দেব বর্মনের সংগীত শিক্ষার জন্য অনেকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে আছে কানাকেষ্ট, ওস্তাদ আফতাবউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ফৈয়াজ খাঁ, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, আব্দুল করিম খাঁ প্রমুখ। নবদ্বীপচন্দ্রের কুমিল্লার বসতভিটার বিপরীত দিকে ছিল আরেক জমিদারবাড়ি। সবাই ডাকত মুন্সিবাড়ি। সেই বাড়ির ইতিহাস থেকে জানা যায়, মুন্সিবাড়ির ছেলে মর্তুজ মিয়া আর শচীন দেব ছিলেন বাল্যবন্ধু। কৈশোরে একদিন রাতের বেলা শচীন দেব আর মর্তুজ মিয়া মুন্সিবাড়ির সামনের রাস্তায় পায়চারি করছিলেন। শচীন দেব এর মধ্যে গুনগুনিয়ে গান গাওয়া শুরু করে দেন। শচীন দেবের গান অন্দরের ভেতর থেকে মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন জমিদার নাবালক মিয়া। তিনি চাকর সফর আলীকে সাথে সাথে পাঠিয়ে দেন রাস্তায় কে গান গাইছে তাকে নিয়ে আসার জন্য। সফর আলী শচীন দেবের কাছে এসে বলেন, 'শচীনকর্তা, হুজুর আপনাকে ডাকছে।' শচীন দেব এতে খুব ভয় পেয়ে যান। কাঁপতে কাঁপতে হাজির হন নাবালক মিয়ার সামনে। জমিদার তাকে বলেন, তকিরে, তোর তো গানের গলা খুব ভালো। কোনো বাদ্যযন্ত্র আছে কি তোর?দ শচীন দেব না-বোধক উত্তর দিলে নাবালক মিয়া তাকে হারমোনিয়াম, তবলা, পিয়ানোসহ কয়েকপ্রকার বাদ্যযন্ত্র কিনে দেন ।

এভাবে সুখেই কাটছিল তার বাল্যকাল। ম্যাট্রিক, আইএ ও বিএ কুমিল্লা থেকে পাশ করে ১৯২৪ এ মাত্র ১৮ বছর বয়সে শচীন দেব কলকাতায় যান এম এ পড়ার জন্য। সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসে ভর্তি হন। কুমিল্লাতে পড়ে থাকে তার স্মৃতি আর পরিবারের সহযোগিতায় গড়া সংগঠনগুলো। ত্রিপুরার মহারাজাগণের অনুগ্রহে সেকালেই কুমিল্লাতে গড়ে উঠেছিল নাট্যশালা, লাইব্রেরি, টাউনহল, সাংস্কৃতিক সংঘ ইত্যাদি। ১৯১০ থেকে ১৯২০ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই কুমিল্লাতে গড়ে ওঠে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। দ্য গ্রেট জার্নাল থিয়েটার পার্টি ও ইয়ংমেন্স ক্লাব ইংরেজ সাহেবগণের দ্বারাও প্রশংসিত হয়েছিল। এর ফলে এখানে কবি-সাহিত্যিক-সুধীজনদের আনাগোনা বাড়তে থাকে। কাজী নজরুল ইসলামও এখানকার প্রেমে পড়ে যান। কবি এখানে আসলে থাকতেন তালপুকুরের পশ্চিম পাড়ের একটি ঘরে। এখান থেকেই কবি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত ছড়া, বাবুদের তালপুকুরে হাবুদের ডাল-কুকুরে। শচীন দেব আর নজরুল ইসলাম ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

শচীন দেব বর্মন 'সরগমের নিখাদ' নামে আত্মজীবনী রচনা করেন। সেখানে তিনি তাঁর জীবনের উত্থান ও ব্যর্থতার কথা লিখেছেন। শচীন দেবের বয়স যখন পঁচিশ তখন তাঁর বাবা কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর পরে শচীন দেবের জীবনে নেমে আসে অনিশ্চয়তার ছায়া। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'পিতার মৃত্যুর পর আমি যেন অগাধ জলে পড়ে গেলাম। এই অবস্থায় আমি আগরতলা বা কুমিল্লা গিয়ে থাকলে রাজকীয় আরামে ও নিশ্চিন্তে নিজেদের বাড়িতে বাস করতে পারতাম এবং রাজ্য সরকারের কোনো উচ্চপদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতাম। আমার বড় ভাইরা আমাকে তা-ই করতে বললেন। আমার কিন্তু এ ব্যবস্থা মনঃপূত হলো না। নিজে একলা সংগ্রাম করে, নিজে উপার্জন করে সঙ্গীত সাধনায় জীবন কাটিয়ে দেব। মনের মধ্যে একমাত্র এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলকাতার ত্রিপুরা প্রাসাদ ছেড়ে ভাড়া করা সামান্য একখানা ঘরে আমার আস্তানা বাঁধলাম।'

১৯৩৪ এ সর্বভারতীয় সংগীত সম্মেলনে গান গেয়ে শচীন দেব স্বর্ণপদক জয় করেন। পরের বছর বেঙ্গল সংগীত সম্মেলনে ঠুমরি পেশ করে ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ-কে মুগ্ধ করেন। ১৯৩৭ শচীন দেবের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এ বছর তিনি তাঁর পরবর্তী সংগীত জীবনের প্রেরণা শ্রীমতি মীরা দাশগুপ্তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর তার নাম পাল্টে রাখা হয় মীরা দেব বর্মন। মীরা দেব বর্মন ছিলেন তৎকালীন ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস রায় বাহাদুর কমলনাথ দাশগুপ্তের নাতনী। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শচীন দেব ও মীরা দেব বর্মন দুজনেই তালিম নিতেন। একসাথে সংগীতের পাঠ নিতে নিতে একসময় তাঁরা প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ হন যা গুরু ভীষ্মদেব ভালো চোখে দেখেননি। এরপর ভীষ্মদেবের সাথে শচীন দেবের সম্পর্ক শিথিল হওয়া শুরু করে এবং শেষে ভীষ্মদেব সব ছেড়েছুড়ে পন্ডিচেরির দিকে রওনা হন। তারপর মীরা দেব বর্মন শচীন কর্তার কাছে সংগীতের দীক্ষা নেওয়া শুরু করেন। একই বছর তাদের বিয়েও হয়। স্বামীর মতো তিনিও ছিলেন সংগীতের জগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র এবং সফল ব্যক্তিত্ব। বিয়ের দু'বছর বাদে তাদের একটি সন্তান হয়। সে-ও পরবর্তীতে বাবার মতো সুরজগতের প্রবাদপুরুষ হয়ে উঠেছিল। নাম রাহুল দেব বর্মন। তাঁর প্রাপ্তি '৩৪ এ গোল্ডমেডেল দিয়ে শুরু। এরপর পেলেন ফিল্মফেয়ার, জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার, সঙ্গীত নাটক একাডেমি অ্যাওয়ার্ড, বিএফজেএ অ্যাওয়ার্ডসহ বেশকিছু পুরস্কার । ১৯৬৯ এ তাকে দেওয়া হয় ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতার পদ্মশ্রী। পরের বছর শক্তি সামন্তের আরাধনা ছবির সফল হোগি তেরি আরাধনা গানটির জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র শ্রেষ্ঠ পুরুষ প্লেব্যাক গায়ক পুরস্কার পান শচীন দেব। চারবছর পর জিন্দেগী জিন্দেগী ছবির সংগীত পরিচালনার জন্য জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক। ১৯৭৫ সালে মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সারা জীবন সংগীতের সাধনায় রত থেকেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লাভ করেছেন সীমাহীন সম্মান ও ভালোবাসা। তবুও একটি বারের জন্য ভোলেননি বাংলা মায়ের কোল । তাইতো নিঃসঙ্কোচে গেয়েছেন —

'কই সে হাসি, কই সে খেলা, কই সে বুনোরোল
আমি সব ভুলে যাই, তাও ভুলি না বাংলা মায়ের কোল...'।

কোজাগরী পূর্ণিমা ও বিজ্ঞানের মেলবন্ধন

শুভজিৎ বসাক

শারদোৎসবের রেশ কাটতে না কাটতে বাঙালী আবার মিশে যায় ধনলক্ষ্মীর আরাধনায়। এই লক্ষ্মী আরাধনাকে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো বলে। তবে কোজাগরী পূর্ণিমার পিছনে প্রাচীন ভারতীয় কিছু বিশেষ তথ্য লুকিয়ে আছে যার সাথে বৈজ্ঞানিক যুক্তির একটা দৃঢ় মেলবন্ধন আছে।

কোজাগরীর অর্থ কৌমুদী অর্থাৎ পূর্ণ জ্যোৎস্না সমন্বিত চাঁদ। বৈজ্ঞানিক মতে, আশ্বিন মাসের এই পূর্ণিমার সময়ে চাঁদের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম হয় এবং চাঁদের এই পূর্ণ জ্যোৎস্না জ্যোতির সমতুল্যে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের প্রাচীন ভারতে চাঁদ ও তার জ্যোৎস্নার আলোকে মহৌষধির অঙ্গ মনে করা হত। সেই সময়ে ঋষি ও মুনিগণ এই বিশেষ দিনে উপবাস করে থাকার পরে সন্ধ্যার সময়ে দুধ ও চাল একসাথে ফুটিয়ে পায়েস তৈরি করে রূপোর পাত্র বা বাটিতে রাখতেন। তার আগে বাটির গায়ে নারকেলের দুধ বা তেল মাখিয়ে রাখা হত। এই নারকেলের দুধ বা তেল শরীরকে ঠান্ডা করতে বিশেষ ভূমিকা নেয়। দুধের ল্যাকটিক অ্যাসিড,চালের মধ্যে থাকা স্টার্চ ও নারকেলের দুধ বা তেল এই তিনটি বস্তু রূপোর সাথে বিক্রিয়া করে অমৃত স্বরূপ মহৌষধি উপাদান তৈরি হত। চাঁদ এই সময়ে পৃথিবীর খুব কাছে থাকায় তার মুখ্য টান উৎসেচক রূপে উপস্থিত থেকে সেই মহৌষধিকে সহজে পরিপাকে সাহায্য করে। এই মহৌষধির প্রাবল্যে আমাদের শরীরে পিত্তসংক্রান্তীয় এবং বিভিন্ন রোগের সাথে লড়ার জন্য প্রতিষেধক তৈরি হত এবং নারকেল তেল বা দুধ শরীরের স্বাভাবিক উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকত। এই কারণেই পায়েসকে প্রাচীনকাল থেকে ভারতে পরমান্ন বলা হয়ে থাকে।

সময় বদল হয়েছে, রীতিও বদল হচ্ছে। পুরাকালের এরকম বহু অজানা তথ্যই লুপ্তপ্রায়। অনেক রীতি সময়ের ভারেও করা হয়ে ওঠে না। তবে বিশেষ করে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর সময়ে বহুল পরিমাণে নারকেলের তৈরি নাড়ু, মিষ্টি ইত্যাদি অতীত বঙ্গসমাজে তৈরি হত এবং আজও কিছু জায়গায় তৈরি করা হয়। আমরা অনেকেই শৈশবেও মা- দিদাদের নিষ্ঠা ভরে উৎসাহের সাথে নাড়ু পাকাতে দেখে এসেছি। এখন মূল্যবৃদ্ধি, ভেজাল জিনিস ও নিউক্লিয়ার পরিবারের আধিক্য এইসব রীতিকে সরিয়ে দিচ্ছে। যেভাবে পায়েস তৈরির মাধ্যমে মহৌষধি তৈরির তথ্যটি মেলে ঠিক সেভাবেই নারকেল পিষে ও বেটে তার ছেই দিয়েই উপাদেয় নাড়ু প্রস্তুত করা হয়। এর সাথে মেশানো হয় বিভিন্ন রকম মশলা (জায়ফল, ছোট এলাচ, কর্পূর ইত্যাদি) যা প্রতিটি ঔষধি গুনাবলীতে সমৃদ্ধ থাকে। আসলে এটি প্রসাদ তো বটেই সাথে প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের সাথে জড়িয়ে থাকা এক পথ্যও যাকে শুধুই মিষ্টি ভেবে ভুল করা হয়। এখন অধিকাংশ ঘরেই দোকান থেকে রেডিমেড নাড়ু কিনে এনে পুজো দেওয়ার রীতি বেড়েছে তবে তাতে ঘরের মত তৈরি করা উপকরণ বা স্বাদ কিছুই থাকে না। ব্যবসায়িক স্বার্থ দেখতে গিয়ে ওতে চিনির ভাগই মাত্রারিক্ত থেকে নাড়ু প্রস্তুতের আসল কারণকেই বিলুপ্তপ্রায় করে তুলেছে।

প্রসঙ্গত, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়, এই কোজাগরী পূর্ণিমা পালনের চল ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রেও রয়েছে। ওড়িশায় যেমন এইদিনে কুমারী মেয়েরা উপবাস করে শিবের সুন্দর পুত্র কার্তিকের পুজো করে থাকেন আবার গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মানুষেরাও সারাদিন উপবাস করে চালের গুঁড়ো, চাল, নারকেল দিয়ে একটি উপাদেয় খাদ্যবস্তু তৈরি করে তা দিয়ে সন্ধ্যায় চাঁদকে পুজো করে থাকেন এবং তা পরে প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন। রীতি যাইই হোক না কেন ঈশ্বর সাধনাকে এভাবেই নিমিত্ত রেখে আসলে বিজ্ঞানের কল্যাণময় দিককেই আমরা সেই সুপ্রাচীনকাল থেকে আরাধনা করে আসছি কিন্তু এখন সেটি কেবলই দায়িত্ব পালনের পর্যায়ে এসে পড়েছে তা না হলে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় নাড়ু প্রস্তুতের লুকিয়ে থাকা বিশেষত্ব এতটাই অবলুপ্ত সেটা কেউই গোচরেই আসে না।

যুদ্ধ কেবল মৃতের সংখ্যা মাত্র

সুবল সরদার

যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতে খেলতে রণ ব্যস্ত পৃথিবী আজ বড় ক্লান্ত। মানবতাবাদ যদি ধর্ম হতো, ধর্মের উপরে ধর্মের প্রভুত্ব বিস্তার নিয়ে এতো যুদ্ধ বাঁধতো না । মানবতা হতো ধর্মের শেষ কথা। তখন মানুষ মারার জন্যে এতো মারণাস্ত্র আবিষ্কার হতো না। মহাপুরুষদের প্রেম-ভালোবাসা -শান্তির বাণী আজ প্রেমহীন- অশান্তির বাণীতে পরিনত করে তুলেছে তাঁদের অনুসরণকারীরা। অনুসরণকারীদের দুর্বল মস্তিষ্ক সেই মহাপুরুষদের মহান বাণী কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। তারা শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ তলোয়ার উঁচিয়ে অন্যের উপর শক্তি প্রদর্শন করে, কেউবা ভালোবাসার ছলনায় অন্যদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্মান্তরিত করে। অন্ধ ধর্মের মোহে এইভাবে তারা পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রক্তাক্ত পৃথিবী তৈরি করে।

এক শ্রেণীর ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যা কিছু সুখ আছে নাকি এই পৃথিবীর বাইরে। তাই পার্থিব সুখ অস্বীকার করে তারা অপার্থিব সুখ খোঁজে কল্পনার জগতে। এমন অপার্থিব সুখ খুঁজতে গিয়ে পার্থিব সুখ -শান্তি নষ্ট করে ধর্মের নামে । ধর্মের মোহে মানুষের দুর্বল,হীন স্মৃতি শক্তি সর্বদা তাকে পরিচালিত করে মানুষ মারার পরিকল্পনায়। এই পৃথিবীতে সবচেয়ে নিষ্ঠুর জিনিস কি? ধর্ম। ধর্মের জন্যে ধার্মিকরা সবচেয়ে বেশি অধার্মিক কাজ করতে পারে। মন্দির, মসজিদ ধ্বংস করতে পারে, মানুষ খুন করতে পারে, পৃথিবীটাকে বধ্য ভূমিতে পরিনত করে। সুন্দর, শান্ত পৃথিবীকে অসুন্দর ,অশান্ত করে তোলে,চির সবুজ পৃথিবীকে দাবানলে পরিনত করে।

মহাপুরুষদের অমৃত কথা কখন তারা ভুলে যায়। পৃথিবীর আলো, বাতাস,জল বিষাক্ত করে তোলে। শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন মহাপুরুষরা জানি। কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছা করে কে অশান্তি বাণী নিয়ে এসেছেন এই পৃথিবীতে। এই পৃথিবীতে কে যুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন? পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে কত হাজার যুদ্ধ ঘটে যাচ্ছে। ভাবি যে সৃষ্টিকর্তা প্রেম- ভালোবাসা আবিষ্কার করেছেন, তিনিই কী যুদ্ধ আবিষ্কার করেছেন? সেই জন্যে যে সৃষ্টিকর্তা হিংস্র সিংহ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার শান্তশিষ্ট ভেড়া সৃষ্টি করেছেন? পৃথিবীতে কী কখনো চিরস্থায়ী শান্তি বিরাজ করবে না? যুদ্ধ নিয়েই কী আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে?

যুদ্ধ কি? ভয়ংকর শীতল ছায়া ছাড়া আর কী? আমরা কেউ যুদ্ধ চাই না। তবুও যুদ্ধ হয়। মধ্যপ্রাচ্যে ভূমধ্যসাগরের কোলে মরু নদী তীরে যুদ্ধের দামামা শোনা যাচ্ছে ভারত থেকে। লেলিহান শিখা, মৃত মানুষের পোড়া গন্ধ সে কী পৈশাচিক- বিভৎস -ভয়ংকর! এতো দিন ধরে আমরা পরমাণু বোমার সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। ইজরায়েল- হামাসের যুদ্ধে এক নতুন বোমা দেখছি ফরফরাস বোমা যা রাতের আকাশ থেকে ফুলঝুরির মতো সাদা আলোকরাশি হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে জনপদের উপর। নিঃশব্দে মানুষ মরে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। গিলোটিন - পরমাণু -হাইড্রোজেন বোমা থেকে এখন ফরফরাস বোমা। মানুষ মারার কত যন্ত্র! হৃদয়ের দাম নেই সেখানে। কসাইদের কাছে আমরা কেবল বলির পাঁঠা। এই যুদ্ধে হারজিৎ বলে কিছু নেই মৃত্যু ছাড়া। দুসপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে চলেছে। যুদ্ধের শেষে জানতে পারবো কেবল মৃতের সংখ্যা- কোন পক্ষে কত মরেছে। যুদ্ধ কেবল মৃতের সংখ্যা মাত্র।

এই যুদ্ধের পটভূমি কী? আল আকসা মসজিদের দাবি জানায় প্যালেস্টাইন যা জেরুজালেম-এ অবস্থিত।

আল - আকসা মসজিদ মুসলমানদের কাছে পৃথিবীর দ্বিতীয় পবিত্রতম স্থান। এ মসজিদটা ফিলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্র পবিত্র জেরুজালেম নগরীতে অবস্থিত। এটা একটা প্রাচীন মসজিদ, যা হযরত সুলাইমান নির্মান করেন। মক্কা শরীফের পরেই মুসলমানদের কাছে এ মসজিদের গুরুত্ব । অন্যদিকে জেরুজালেম যীশু খ্রীষ্টের জন্ম। সারা খ্রীষ্টান দুনিয়ার প্রাণ কেন্দ্র। তারা কখনো জেরুজালেমকে ছেড়ে দেবে না হামাসের কাছে। তাই হামাস জেরুজালেম উপর আক্রমণ করলে, ইজরায়েলের প্রতিআক্রমণে যুদ্ধের পটভূমি তৈরি হয়। এখন ধর্মের সঙ্গে ধর্মের যুদ্ধ চলছে। ধর্মযুদ্ধ বা ক্রুসেড যাই বলিনা কেন নারী -শিশু-, মানুষ নির্বিচারে গুলিবর্ষণে মরছে সেখানে। ওই পবিত্র তীর্থভূমি আজ অপবিত্র, বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে। সেই করাল যুদ্ধের কালো -বিষময় ধোঁয়া আজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে অশান্তি বীজ বুনছে। পৃথিবীর ঈশান কোণে আজ অশনি সংকেত দেখা দিয়েছে।

সারা পৃথিবী যদি একটা রাষ্ট্র হতো, তার যদি একটা রাজধানী হতো, তার যদি একটা ধর্ম মানবতা হতো, তাহলে কি এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ এড়ানো যেত? হয়তো যেত 'বসুধৈব কটুম্বকম্' বেদের উপদেশ মেনে। সারা পৃথিবী যদি একটা পরিবার হতো, তখন কোনো যুদ্ধ নয়, শুধু ভালোবাসা হতো একমাত্র অস্ত্র। মানবতাবাদী যদি রাষ্ট্রবাদীদের ধর্ম হতো! এই পৃথিবীতে সুস্থভাবে বেঁচে থাকার এছাড়া আর অন্যকোন পথ দেখতে পাচ্ছি না।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

লোকসভায় তৃণমূল ভালো ফল করবে, আশাবাদী হরকালী প্রতিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: কোতুলপুর ব্লক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন যথেষ্ট মজবুত এবং আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করবে বলে হরকালী প্রতিহার আশাবাদী বলে জানালেন। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিজের জন্মদিন পালন করলেন কোতুলপুরের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। পাশাপাশি তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রথম কর্মী বৈঠক করলেন তিনি।

গত ২৬ তারিখ বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। তারপরেই তিনি নিজের বিধানসভা কেন্দ্রে পৌঁছতেই দলীয় নেতৃত্বের তরফে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। রবিবার কোতুলপুরে বিধায়ক হরকালী প্রতিহারের জন্মদিন পালন করল তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। পাশাপাশি এদিন তৃণমূলে যোগ দিয়ে প্রথমবার দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক করলেন হরকালীবাবু।

এদিন প্রথমেই তৃণমূল কর্মীরা কেক কেটে তাঁর জন্মদিন পালন করেন এবং তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান। পরবর্তীতে কোতুলপুর ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি, পঞ্চায়েত প্রধানদের নিয়ে একটি বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠক করেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাবি করেন, কোতুলপুর ব্লক এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন যথেষ্ট মজবুত। আগামী লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ভালো ফল করবে বলেও তিনি আশাবাদী। জন্মদিন পালন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন , 'জন্মদিন পালন নিয়ে আমি আনন্দিত ও অভিভূত।'

কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে এই বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বিধায়ক হরকালী প্রতিহার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সঙ্গীতা মালিক, কোতুলপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তরুণ কুমার নন্দীগ্রামী সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।

গ্রামীণ হাটে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল বিক্রির ছবি ভাইরাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: গ্রামীণ এলাকার হাটে সরকারি ত্রাণের ত্রিপল বিক্রির অভিযোগকে ঘিরে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার মানিকচকে। মানিকচক ব্লকের ভূতনি হাটে গঙ্গার ভাঙনের ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য যে ত্রিপল বরাদ্দ হয়েছে তারই একটি বড় অংশ বিক্রি করা হচ্ছে, এমনই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও এই ছবির সত্যতা যাচাই করেনি 'একদিন' পত্রিকা। বিরোধীদের অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ছবি যার রয়েছে তিনি আবার ভূতনি থানার তৃণমূল পরিচালিত উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের আত্মীয়। যদিও বিরোধীদের এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে পালটা দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসির শেখ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সরকারি সিলমোহর দেওয়া কালো রংয়ের পলিথিন ভূতনির চম্পানগর হাটে বিক্রি হচ্ছে ৮০০ টাকা জোড়া হিসাবে। সাইকেলে করে বিপুল পরিমাণ ওই ত্রিপল কয়েকজন বিক্রি করছেন বলে অভিযোগ। যার মধ্যে একজন উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম

পঞ্চায়েতের আত্মীয় রয়েছে বলেও দাবি স্থানীয়দের। ভূতনি থানার উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চম্পানগর গ্রামে শনিবার হাট বসেছিল। আর সেখানেই জনৈক দুই ব্যক্তি সাইকেলে ত্রিপল বোঝাই করে বিক্রি করছেন। এমনকি হাটের গ্রাহকরা তার কাছে দামদর করে সেই ত্রিপল কিনেও নিচ্ছেন। খদ্দেরদের ত্রিপল খুলে দেখানোর সময় রাজ্য সরকারের সিলমোহর পরিষ্কার ফুটে উঠছে বলেও অভিযোগ। এমনই ছবি ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। কোথা থেকে এই ত্রিপলগুলো ওই দু'জন পেলেন তার কোনও সদুত্তর তাঁরা দেননি বলেও দাবি।

স্থানীয় শাহাজাহান শেখ দাবি করেন, তাঁরা হাটে গিয়ে দেখেন রাজ্য সরকারের সিলমোহর দেওয়া সরকারি ত্রাণের ত্রিপল খোলা হাটে বিক্রি করা হচ্ছে। তিনি বিক্রেতা রেফাল শেখকে এই ত্রিপল কোথা থেকে এল জিজ্ঞেস করতে তিনি জানান তাঁর কাছে আরও অনেক ত্রিপল রয়েছে। লাগলে বলতে। কিন্তু কোথা থেকে এল এই ত্রিপল তা নিয়ে কোনও সদুত্তর দেননি রেফাল। এলাকাবাসীদের প্রশ্ন, সরকারি ত্রাণের ত্রিপল যেখানে দুঃস্থ ও ভাঙন কবলিতরা পাচ্ছেন না, সেই জায়গায় প্রশাসনের নজর এড়িয়ে খোলা বাজারে কী ভাবে বিক্রি হচ্ছে এই ত্রিপলগুলি?

তবে এই ঘটনা সম্পর্কে উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান নাসির শেখ দাবি করেন, তিনি নিজেও সেই ভিডিওটি দেখেছেন, কিন্তু কোথা থেকে বা কী ভাবে তাঁর আত্মীয়ের কাছে এই ত্রিপল এল বা কোথায় তিনি বিক্রি করছেন, তা তাঁর জানা নেই। যদিও পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখান আশ্বাস দিয়েছে মানিকচক ব্লক প্রশাসন।

GENERAL NOTICE

IN THE COURT OF CVIL JUDGE (SR. DIV.), KHARAGPUR
T.S. NO. 114 OF 2023
Deity Sri Sri Radhaballav Jew ....Plaintiff
- Vs.-
Sri Jaygobinda Das & others .... Defendants

This is for the information of all concerned of general public of Mouza-Khandrui that Deity **Sri Sri Radhaballav Jew** represented by its sebait **Sri Prasenjti Singha Gajendra Mahapatra**, S/o Late Ajoy Singha Gajendra Mahapatra, resident of Keranitola, P.O. - Midanapore, P.S. Kotwali, Dist. - Paschim Medinipur has filed a suit in representative capacity being No. **T.S. 114/2023** before The Ld. Court of Civil Judge (Sr. Div.), Kharagpur for declaration and injunction in respect of debuttor proeprty under Plot Nos. 324, 327, 328, 360 & 361 within Mouza - Khandrui, J.L. No. 245 under P.S. - Dantan against **Sri Jaygobinda Das**, S/o Late Ramhari Das, of Vill.- Khandrui, P.O. - Turkagarh, P.S.- Dantan, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721445 and others. The next date of hearing of the case has been fixed on **12.12.2023.** If anybody of Mouza - Khandrui has got to submit anything in respect of above mentioned subject matter then they are hereby called upon to submit the same before the Ld. Court on the next date fixed.

Schedule of Suit property

Within District Paschim Medinipur, P.S. - Dantan, Mouza – Khandrui, J.L. No. -245, **Plot No-** 324 **Area-** 0.15 Acre out of 0.45 Acre at its Western portion. **Plot No-** 327 **Area-** 0.10 Acre out of 0.73 Acre at its middle portion. **Plot No-** 328 **Area-** 0.68 Acre. **Plot No-** 360 **Area-** 0.29 Acre out of 0.61 Acre at its North-western portion. **Plot No-** 361 **Area-** 1.17 Acre.

By order
Madan Mishra
Sheristadar
Civil Judge (Sr. Divn.)
Kharagpur, Paschim Medinipur

হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির ঢেঁকি

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, এই প্রবাদ বাক্যটি আমরা কমবেশি সকলেই বলে থাকি। সাধারণত মন্দ ভাগ্যর ক্ষেত্রে প্রবাদটি বলা হয়ে থাকলেও ঢেঁকি ছাঁটা চাল বা চালের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি বিভিন্ন খাবারের স্বাদ অতুলনীয়। খাদ্যরসিক বাঙালি খাবারের সঙ্গে কখনোই আপোষ করে না। আর তাই পিঠেপুলি উৎসবের সময় বাঙালি বাজারে গিয়ে ঢেঁকিতে করা চাল গুঁড়োর খোঁজ করেন। বাজারে ঢেঁকির চাল গুঁড়োর চাহিদা থাকলেও যোগান একেবারে নেই বললেই চলে। কারণ দিন যত যাচ্ছে ঢেঁকির ব্যবহার ততই কমছে। গ্রামগঞ্জে ঢেঁকির ব্যবহার অনেকটাই কমে গিয়েছে। ঢেঁকিতে চাল গুঁড়ো করার সেই ধপাধপ শধও আর খুব একটা শুনতেও পাওয়া যায় না।

ঢেঁকি কাঠের তৈরি, হাত পা দিয়ে ব্যবহার করা একটি সরল যন্ত্র। ৫-৬ ফুটের মোটা কাঠের পাটার মাথার দিকে আরেকটা মুগুরের মতো সরু মজবুত কাঠ লাগানো থাকে। সেই মুগুরের মাথাটি লোহা বা ধাতব কোনও পাত দিয়ে মোড়া। এই মুগুর যেখানে পড়ে সেখানে সুন্দর একটি গর্ত থেকে। যেখানে চাল দেওয়া হয়। মুগুরের সেই অংশটিই ওই চালে বার বার আঘাত করে গুড়ো করে। ঢেঁকির অপর প্রান্তে পা দিয়ে তালে তালে চাপ দেওয়া হয়। আর মাঝের অংশটিতে ছিদ্র করে হাড়িকাঠের মতো তৈরি একটি কাঠের মাঝে খিল দিয়ে আটকানো থাকে। ঢেঁকিতে একজন পা দিয়ে তালে তালে চাপ দেয় আর একজন সেই তালের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গর্তের চাল নাড়াচাড়া করতে থাকে। তাল কেটে গেলেই ঢেঁকির মুগুর হাতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এই তাল ঠিক রাখার জন্য গানও গাওয়া হয়। সেই সব গান বাংলার লোকসংস্কৃতির অঙ্গ। কালের নিয়মে সেই গান হারিয়ে যেতে বসেছে। ঢেঁকির গান এবং ঢেঁকি নিয়ে গান লেখেন অনেকে। 'ঢেঁই কুচ কুচ ঢেঁই কুচ কুচ ঢেঁকিতে পা পড়ে, সুন্দর চরনে কন্যা ঢেঁকি গাছে চড়ে' আবার 'ও ধান ভানি রে ঢেঁকিতে পা দিয়া, ঢেঁকি নাচে আমি নাচি হেলিয়া দুলিয়া, ও ধান ভানি রে'। গানগুলি বেশ জনপ্রিয় আজও।

মেদিনীপুর সদর ব্লক এবং ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম গোপীবল্লভপুর কেশিয়াড়ি বেলপাহাড়ি লালগড় জামবনি সহ বেশ কয়েকটি ব্লকের বহু গ্রামে এখনো ঢেঁকির প্রচলন রয়েছে। মেশিনে কুটো চাল বা চালগুঁড়োর থেকে ঢেঁকির চাল বা চালগুঁড়ো অনেক বেশি সুস্বাদু ও অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন। লোকজন ঢেঁকির চাল বা চালগুঁড়ো কিনতে চান। কিন্তু বাজারে সব সময় পাওয়া যায় না। পৌষ সংক্রান্তির আগে আগে কিছু দোকানে পাওয়া যায়। বর্তমান যান্ত্রিক যুগে ঢেঁকি চালিয়ে তেমন রোজগার নেই বলেই এর ব্যবহার কমেছে বলে মনে করা হচ্ছে। মেশিনে কম সময়ে অনেক চাল গুঁড়ো হয়। ব্যবসায়ীরা সেই মেশিনের চালগুঁড়োই বাজারে ছেয়ে দিয়েছে। আর এ জন্যই খাদ্য রসিক বাঙালি ঢেঁকির গুঁড়ো করা চালের সুস্বাদু পিঠের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

প্রাক্তন পুরসভার চেয়ারম্যানের নাম করে সিনেমার কায়দায় মোবাইল ছিনতাই আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অভিনব পদ্ধতিতে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল আরামবাগ শহরে। একেবারে সিনেমার কায়দায় যুবককে হাসপাতালে ডেকে এনে তার কাছ মোবাইল ছিনতাই করে পালাল দুষ্কৃতীরা। অথচ ঘটনার কথা কেউ জানতেই পারল না আশ-পাশের লোকজন। পরের দিন ওই যুবকের আত্মীয়স্বজন আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে এসে হইচই শুরু করলে তবেই বিষয়টি জানাজানি হয়। তাছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষ ও জনপ্রতিনিধিদের নাম করে বিভিন্ন দুষ্কৃতীমূলক কাজ করার নিদর্শন রাজ্যের অন্যান্য শহরে থাকলেও আরামবাগ শহরে বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের নাম করে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় হতবাক এলাকার মানুষের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ছিনতাইয়ের কবলে পড়া যুবক শামরুল শেখ আরামবাগ রেল স্টেশনে রাজমিস্ত্রি হিসাবে টালি বসানোর কাজ করছিল। এই ওই যুবকের সম্পর্কে মাসি শান্তদেবী বলেন, শনিবার হঠাৎ করে তিন চারজন দুষ্কৃতী তাদের কাছে গিয়ে বলে, আরামবাগের চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী পাঠিয়েছে।

আপনাদের ঠিকাদার কে? কতজন লোক আছো? তারপর শামরুলকে খাবার দেওয়ার নাম টোটোয় করে হাসপাতালে নিয়ে চলে যায়। যুবক শামরুল শেখ বলেন, হাসপাতালে এনে মোবাইলে মামার সঙ্গে কথা বলব বলে নিয়ে চলে যায়। আমি হাসপাতালের নীচে বসে থাকি। অপরদিকে আর একজন মহিলা শ্রমিক বলেন, তৃণমূল বিজেপি জানি না, আরামবাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী নাম বলে এবং খাবার দেওয়ার নাম করে ফোন চুরি হয়। এদিন এই ঘটনা নিয়ে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে হইচই পড়ে যায়। যদিও এই বিষয় নিয়ে আরামবাগ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা বর্তমান ছয় নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর স্বপন নন্দীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও অবাক হয়ে যান এবং দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানায়। তবে শেষ খবর পাওয়া পযন্ত আরামবাগ থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে কিনা জানা যায়নি। তবে কিছু দিন আগে আরামবাগ বাসস্ট্যান্ডেও একটি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে। তাই যে ভাবে আরামবাগ শহরে মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটছে তাতে উদ্বিগ্ন স্থানীয় মানুষ। ছিনতাইরাজ বন্ধ করতে পুলিশের কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করছে এলাকার মানুষ।

সিধু কানুর মূর্তি উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের পক্ষ থেকে বুলবুলিতলার চৌঘরিয়া এলাকায় রবিবার বিকেলে বীর শহিদ সিধু-কানুর মূর্তি উন্মোচন করা হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা এক নম্বর ব্লক কমিটির উদ্যোগে এদিন মূর্তি উন্মোচনের আগে বুলবুলিতলা মোড় থেকে চৌঘরিয়া পর্যন্ত একটি শোভাযাত্রা করেন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষরা। শোভাযাত্রা বুলবুলিতলা চৌঘরিয়া এলাকায় পৌঁছনোর পর সিধু-কানুর মূর্তি উদ্বোধন করা হয়। এদিন মূর্তি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি রবিন টুডু। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দেবী মান্ডি, বিজয় চন্দ্র সরেন সহ বিশিষ্টজনরা।

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT

Sealed Tenders are being invited from the bidders w.r.t. NITs vide Memo **No. 264/XVFC-TIED/NIT/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_596379_1 to 2023_ZPHD_596379_6 & 2023_ZPHD_596379_10 to 2023_ZPHD_596379_15), Dated-17-10-2023, Memo No. 265/XVFC-UNTIED/NIT/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_596425_1 to 2023_ ZPHD _596425_5) Dated-17-10-2023 and 266/PBG-IBRD/NIT_2ND CALL/RGP/2023 (Tender ID: 2023_ZPHD_596441_1)** Last date of tender dropping **07-11-2023 up to 9.45 A.M.** and opening date of the all tenders **10-11-2023 at 10.A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.

Sd/- Prodhan
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা (১৬২৮৬)
২য় তল, উইন্ডসর হাইটস, ২৭৭, উত্তর কুমড়াখালী,
ই.এম. বাইপাস, কলকাতা- ৭০০১০৩। ই-মেল: sbi.16286@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত আধিকারিকের বিশদ : নাম: মন্টু কুমার মন্ডল, মোঃ: ৯৬৭৪৭১২৮৬৯, ই-মেল আইডি: m.mondal@sbi.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এন্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পদের বিক্রয়ের ই -অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

ই-অকশনের তারিখ ও সময় : তারিখ: ০১.১২.২০২৩
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১:০০টা থেকে বিকাল ৪:০০টা পর্যন্ত, প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) হবে রিজার্ভ মূল্যের ১০ % যা দরদাতাদের দ্বারা স্থানান্তর/জমা করতে হবে তার/তাদের নিজস্ব ওয়ালেটে মেসার্স এমএসটিসি লিমিটেড -এর ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp - এ

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে"**, **"যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০১.১২.২০২৩ তারিখে, ৬,৪৬, ১১৯.০০ টাকা (ছয় লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশো উনিশ টাকা মাত্র) ০১.০৭.২০২১ অনুযায়ী** তদুপরি এনপিএ তারিখ থেকে আনুসঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **ঋণগ্রহীতা: শ্রী বিশ্বজিৎ দে,** পিতা-প্রয়াত ব্রজবল্লভ দে, চম্পাহাটি মেইন রোড (নীলমণি কর বিদ্যালয়ের কাছে), গ্রাম ও পোস্ট- চম্পাহাটি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৩০- এর বকেয়া আছে এবং রিজার্ভ মূল্য হবে **২০,১৩,০০০/- টাকা,** আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট হবে **২,০১,৩০০/- টাকা** এবং বৃদ্ধির পরিমাণ হবে **১০,০০০/- টাকা**।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তিটি শ্রী বিশ্বজিৎ দে -এর নামে আছে, পিতা-প্রয়াত ব্রজবল্লভ দে, যার ২০০৩ সালের বিয়িং নং-০৬০০৯ এবং বুক-১, সিডি ভলিউম নং- ১০৯, পৃষ্ঠা ৩৪১ থেকে ৩৪৯ পর্যন্ত এ নিবন্ধন করা। ১ কাঠা ১৩ ছটাক ১০ বর্গফুট পরিমাপের আবাসিক জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা-চম্পাহাটি, মেদনমোল্লা, জেএল নং ২৪, আরএস নং-১০৩, খতিয়ান নং- ১০৬১, থানা-বারুইপুর, এডিএসআর- বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত।

পরিদর্শনের তারিখ: ২৩.১১.২০২৩ | দখলের ধরন: বাস্তবিক

বিক্রির বিশদ, নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে উল্লেখ করুন, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিওরড ক্রেডিটরস ওয়েবসাইট: www.sbi.co.in এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, অনুগ্রহ করে মেসার্স এমএসটিসি লিঃ-র লিঙ্ক : https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল দেখুন : https://ibapi.in

তারিখ: ৩০.১০.২০২৩
স্থান: কলকাতা
কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত আধিকারিক
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সন্ধান মিলল নিখোঁজ বিচারাধীন বন্দির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: কাঁথি উপ-সংশোধনাগারে নিখোঁজ বিচারাধীন বন্দির অবশেষে সন্ধান মিলল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শনিবার দুপুরে কাঁথির উপ-সংশোধনাগারে থাকা আসামিদের উপস্থিতিতে এক বিচারাধীন বন্দির অনুপস্থিতি নজরে আসে। তখনই জেলে হদিশ পাওয়া যায়নি বিচারাধীন বন্দি শুভেন্দু ঘটকের।

প্রসঙ্গত, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার অমরপুরের বাসিন্দা ২৩ বছরের শুভেন্দু ঘটক এক নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় পটাশপুর থানার পুলিশ ২০২০ সালে গ্রেপ্তার করে। পরে কাঁথি মহকুমা আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় কাঁথি উপ-সংশোধনাগারে থাকে। শনিবার দুপুরে অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দির হঠাৎ নিখোঁজ হওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষ সাইরেন বাজিয়ে সতর্ক করে। হঠাৎ এই সাইরেনের আওয়াজে কাঁথিবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়ায় ও উপ-সংশোধনাগারের সামনে জনসমুদ্রে পরিণত হয়। পরে জেলা পুলিশ ও কাঁথি থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী বন্দির খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তল্লাশি চালিয়ে অবশেষে উপ-সংশোধনাগারে ভেতর মহিলা সেলের ছাদে জলের ট্যাঙ্কের পাশে শুয়ে থাকতে দেখা যায় অভিযুক্ত বিচারাধীন বন্দি শুভেন্দু ঘটককে। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার নাটকীয় ঘটনার অবসান হওয়ায় নিশ্চিত হয় পুলিশ প্রশাসন।

পরিযায়ী শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভিন রাজ্য থেকে ফিরে আসা এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী এলাকায়।

রবিবার সকালে পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলীর হামিদপুর এলাকায় একটি গাছের ডালে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দিলে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। মৃত যুবকের নাম সরিফুল শেখ। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের মাঝিদা পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পশ্চিম আটপাড়া গ্রামে। পূর্বস্থলী থানায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মৃত যুবকের বাবা জানিয়েছেন, তাঁর ছেলে অন্ধ্রপ্রদেশে কাজ করতে গিয়েছিল, সে ওখান থেকে যে ফিরে এসেছে সেই বিষয়ে তাঁরা কিছুই জানতেন না। শনিবার রাতে তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছিল। সেই সময়ও তাঁরা কিছুই বুঝতে পারেননি। ছেলের যে জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়েছিল, সেই গ্রামে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ওই পরিযায়ী শ্রমিক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হলেন নাকি এটা খুন, সে বিষয়ে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না মৃতের পরিবার-পরিজনেরা। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

লক্ষ্মীর সঙ্গে দশ অবতারের মূর্তিও পূজিত

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: একদিকে কার্তিক, গণেশ অপরদিকে সরস্বতী, অন্নপূর্ণা আর মাঝখানে বিরাজ করছেন দেবী লক্ষ্মী। মাথার ওপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু, মহেশ্বর সহ দশ অবতারের মূর্তি। এইরকম সাজসজ্জাতেই প্রায় ৮৪ বছর ধরে, মালদার ইংরেজবাজার শহরের কোঠাবাড়ি এলাকার রায় পরিবারে লক্ষ্মীপুজো হয়ে আসছে ধুমধাম করে। প্রাচীন প্রথা মেনে আজও দেবী লক্ষ্মীর সঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্তিও পূজিত হয় একসঙ্গে। রায় পরিবারের এই লক্ষ্মীপূজাকে ঘিরে প্রতি বছরই গোটা এলাকায় বিশাল মেলা বসে। বাড়ির পুজো হলেও এখন সেই লক্ষ্মীপুজোয় সাতদিন ধরে পাড়া-প্রতিবেশীরা উৎসবে সামিল হন। রায় পরিবারের পক্ষ

থেকে ভক্তদের জন্য পংক্তিভোজনেরও আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার শহরের কোঠাবাড়ি রায় পরিবারের লক্ষ্মীপুজো এবারে ৮৪ বছরে পা রাখল। একই সাজের মধ্যে দুটো চালি তার মধ্যেই নীচে মা লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা কার্তিক, গণেশ, তার ওপরে রাম, লক্ষ্মণ, তার ওপরে ব্রহ্মা-বিষ্ণু, মহেশ্বর দশটি ঠাকুর পুজো হয় একসঙ্গে।

জানা যায়, একসময় স্বর্গীয় ক্ষিতীশ চন্দ্র রায় স্বপ্নাদেশ পেয়ে মা লক্ষ্মীর পূজা আরম্ভ করেছিলেন। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তাঁর ছেলে বিশ্বনাথ রায়। রায় পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, ছয় দিন ধরে পুজো চলে, পাশাপাশি মেলাও চলে। শনিবার রাতে লক্ষ্মীপুজোর সময় পরিবারের সকল আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়ে ঢাকের তালে নাচের মধ্য দিয়ে আনন্দে উৎসবে মেতে ওঠেন। রায় বাড়ির লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় মেলাও বসে।

৫ দিন পর পুজো শেষ হওয়ার পর পুরনো রীতি মেনে নৌকা করে মহানন্দা নদী দিয়ে সদরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় মা লক্ষ্মীকে এবং সেখানেও মেলা বসে। সেখানে প্রচুর ভক্তরা মা লক্ষ্মীকে দেখতে আসেন। তারপর সেখান থেকে অর্থাৎ সদরঘাট থেকে মহানন্দা নদী পথ দিয়ে কোঠাবাড়ি মহানন্দা ঘাটে বিসর্জন করা হয়।

SBI স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
স্টেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ sbi.14817@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ sbi.14817@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর/অস্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের [রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে]

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২১.১১.২০২৩
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৪.১১.২০২৩ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত
বায়না জমা দাখিল (ইএমডি) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ হারে ডাকদাতার ওয়ালেটের মাধ্যমে যা মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত ই-অকশন সাইট https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp মাধ্যমে আরটিজিএস/ এনইএফটি দ্বারা স্থানান্তর/দাখিল করতে হবে। আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিটক প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক ইএমডি ক্রেডিট স্বীকৃতি দেওয়া হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি'র ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গৃহীত এবং আপডেট ইনফরমেশনের ভিত্তিতে ই-নিলাম ওয়েবসাইটে দেখার পরই। এই প্রক্রিয়া ব্যাঙ্কের প্রক্রিয়ার কারণে কিছুটা সময় লাগতে পারে ফলে ডাকদাতাগণকে তাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের সমস্যা এড়াতে যথেষ্ট পূর্বে দাখিল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে'**, **'যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে **২১.১১.২০২৩ তারিখে** সকাল ১১টা বিকেল ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১ | **[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬), রুল ৯(১) এবং রুল ৬(২)]**

সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা. শ্রীমতি প্রীতি সাহা**-এর কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।

সংরক্ষিত মূল্য ঃ
সম্পত্তি নং ১ ঃ ১৮,১২,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৮১,২০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ২ ঃ ১১,৩০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,১৩,০০০.০০ টাকা
সম্পত্তি নং ৩ ঃ ৯,০৬,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ৯০,৬০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ২০,০০০.০০ টাকা (প্রতিটি সম্পত্তির জন্য)

(সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির জ্ঞাত দখল সহ)

সম্পত্তি নং ১ :
ফ্ল্যাট নং 'এ', ৮৭৮ বর্গফুট এসবিইউএ (৭০২ বর্গফুট বিইউএ) ৩য় তলে, 'প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট' এর উত্তর দিকে,হোল্ডিং নং ২৭৭,ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থার অধীন, পো এবং থানা - চন্দননগর,জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ,পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা-চন্দননগর, জেএল নং : ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির শ্রেণি-'বাস্তু'। **(সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত)**

সম্পত্তি নং ২:
ফ্ল্যাট নং 'সি', ৫৪১ বর্গফুট এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ) একতলায় 'প্রীতম অ্যাপার্টমেন্ট'এর উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭,ডি সি আর রোড, ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পৌর সংস্থার অধীন,পো এবং থানা-চন্দননগর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭১২১৩৬, মৌজা- চন্দননগর,জেএল নং০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯, এবং ১৫০১, জমির শ্রেণি -'বাস্তু'। **(সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত)**

সম্পত্তি নং : ৩
মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, গ্রাম-হোসেনবাদ, পো - মগরা, কুন্ডু পাম্পের নিকট, হুগলি, পিন-৭১২১৪৮-এর প্ল্যান্ট এভং মেশিনারি। **(সম্পত্তি কার্যকরী দখলীকৃত)**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জ্ঞাত দখলদারি সহ জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতা ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এমএসটিসি'র ওয়েবসাইট https://ibapi.in/Sale_info_login.aspx এবং https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp দ্বারা প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন।

তারিখ ঃ ৩০.১০.২০২৩
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

বালি পাচারের অভিযোগে গোঘাট পুলিশের জালে ৩ দুষ্কৃতী-সহ ৩টি ট্রাক্টর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির আরামবাগ মহকুমায় অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক তৎপরতা বেশ লক্ষ্মণীয়।

এবার বালিয়া মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করল গোঘাট থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, বালিখাদে অভিযান চালায় গোঘাট থানার পুলিশ। অবৈধ ভাবে বালি পাচারের অভিযোগে গোঘাট থানার পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি তিনটি ট্রাক্টর আটক করে। উল্লেখ্য ইতিমধ্যেই কয়েকদিন আগে আরামবাগের এসডিপিও ও এসডিওসহ বেশ কয়েকটি যৌথ অভিযান হয় দ্বারকেশ্বর নদের বালি খাদগুলিতে। আবারো বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করল গোঘাট থানার পুলিশ। বালিচুরি করে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরে তিনটি বালি বোঝায় ট্রাক্টর-সহ তিন জন দুষ্কৃতী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাটের ভাদুড় গ্রাম পঞ্চায়েতের

অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদের ভাবাপুর থেকে অবৈধভাবে বালি পাচার করছিল ট্রাক্টারগুলি। পুলিশ ওই এলাকায় হানা দেয়। ধৃতদের নাম সৈকত ঘোষ, বাড়ি আসুদখোলা, বিশ্বজিৎ পাল, বাড়ি মির্গা, শেখ মুস্তাখিন, বাড়ি গোঘাটের রেজিস্ট্রি অফিস এলাকায়। শনিবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, পুলিশ হানা দেয় ওই এলাকায়। এদিন ধৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সূত্রের খবর, গত বেশ কয়েকমাস ধরে ওই এলাকায় অবৈধভাবে বালি পাচারের একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছিল গোঘাট থানায়। এরই ভিত্তিতে শনিবার অভিযান চালায় গোঘাট থানার পুলিশ। এই বিষয়ে আরামবাগের এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, অবৈধ বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযান চলবে। সবমিলিয়ে অবৈধ বালি পাচারের বিরুদ্ধে গোঘাট থানার এই অভিযান নিয়ে ওই এলাকার মানুষ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ভস্মীভূত বাড়ি, আবাস যোজনার বঞ্চিতের তত্ত্বে শাসক বিরোধী তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সোনামুখীর ভালুকখান গ্রামে লক্ষ্মীপুজোর সন্ধ্যায় ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে কিছু সময়ের মধ্যেই দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে কাঁচা বাড়ি। বাড়ির ভেতরে থাকা জব কার্ড, রেশন কার্ড সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং আসবাবপত্র আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরি হয়। গৃহকর্ত্রীর চিৎকার চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে স্থানীয় পুকুর থেকে জল নিয়ে কোনও মতে আগুন নেভান, তবে ততক্ষণে সব শেষ।

ভালুকখান গ্রামে সন্তোষ বাগদি তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে কাঁচা বাড়িতে বসবাস করেন। তাঁদের দাবি, আবাস যোজনার তালিকায় নাম থাকলেও এখনও পর্যন্ত আবাস যোজনার বাড়ি মেলেনি, যে কারণে অল্পতেই আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার রাতে স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দেন ও রবিবার সকালে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক তিনিও ঘটনাস্থলে পৌঁছে সরেজমিনে গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

অসহায় পরিবারকে সাহায্যের কথা বলে আবাস যোজনার বঞ্চিত তত্ত্ব সামনে রেখে একে অপরের দিকে কাদা ছোড়াছুড়ি করতে ব্যস্ত শাসক বিরোধী উভয়পক্ষ। সোনামুখীর বিজেপি বিধায়ক দিবাকর ঘরামি জানান, আবাস যোজনা থাকলে আজকে এই অবস্থা হত না। এছাড়াও বিধায়ক দাবি করেন, তিনি আসার পর গৃহকর্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে জানান, তাঁরা ঘর পাচ্ছেন না, আগের বছর কোনও মতে একটি কাঁচা বাড়ি করেছেন, সেটাও পুড়ে গেল এখন থাকবেন কোথায়। আবাস যোজনা নিয়ে টালবাহানা কেন্দ্র না, করছে রাজ্য সরকার। এতে করে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তৃণমূল এসব নিয়ে ভাবে না। ওরা শুধু ভোটের রাজনীতি করে।

অন্যদিকে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মণ্ডল কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেন। তিনি দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ থেকে শুরু করে আবাস যোজনা, সমস্তটাই বন্ধ রেখেছে যার কারণে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

অন্যের আইডি ব্যবহারে বেশি টাকায় আধার সংশোধনের অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অন্যের আইডি ব্যবহার করে বেআইনি ভাবে বেশি টাকা নিয়ে আধার আপডেট চক্রের হদিশ পেল চন্দননগর পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল চন্দননগরে।

ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে চন্দননগর পুলিশের সাইবার থানার পুলিশ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার থানার ইন্সপেক্টর গৌতম সাহা জানান, ইউআইডিএআই ডিরেক্টর যিনি আধারের বিষয়টি দেখেন, তিনি একটি অভিযোগ করেন এই মাসেরই ২০ তারিখ। অভিযোগ ছিল, চন্দননগর কোর্ট মোড়ের কাছে একটি কম্পিউটার সেন্টারে চলছে কিছু বেআইনি কাজ। সেখানে অন্যের আইডি ব্যবহার করে বেশি টাকা নিয়ে সংশোধন করা হচ্ছে আধার। তিনি বলেন, 'আমরা ওই জায়গায় গিয়ে দেখি ওখানে

কম্পিউটার শেখানো হয়। একইসঙ্গে আধার কার্ড আপডেট, প্যান কার্ডের কাজ করা হয়। কিন্তুই এই কাজ করার জন্য তাঁদের কাছে বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে তাঁরা কিছু দেখাতে পারেননি।'

তিনি আরও জানান, নতুন আধার কার্ড তৈরির জন্য কোনও ব্যক্তিকে কোনও টাকাই দিতে হয় না। পরবর্তীতে সংশোধন করতে গেলে তাঁকে ৫০ টাকা দিতে হয়। কিন্তু, তা জানেন না অনেক সাধারণ মানুষই। অভিযোগ, সেই অজ্ঞানতাকে কাজে লাগিয়ে ৫০ টাকার বদলে ওই সেন্টারে আড়াইশো থেকে তিনশো টাকা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ওই কম্পিউটার সেন্টারের ল্যাপটপ, কিছু হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রথমেই গ্রেপ্তার করা হয় ওই কম্পিউটার সেন্টারের মালিককে। পরে আবার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাঙ্কের আউট সোর্সিংয়ে কাজ করা এক কর্মীকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ। শেষে বৈদ্যবাটি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় আরও একজনকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এর পিছনে কোনও বড় চক্রের হাত রয়েছে। ধৃতদের জেরা করে সে বিষয়েই জানার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ।

সদ্যোজাত শিশুর কাটা মুণ্ডু উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা শহরের জাতীয় সড়কের ধারে সদ্যোজাত শিশুর কাটা মুণ্ডু উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ালো। রবিবার সকালে মালদার ইংরেজবাজার শহরের মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সদ্যোজাত এক শিশুর কাটা মুণ্ডু পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় কিছু মানুষ। আর তাকে ঘিরেই শুরু হয় তুমুল চাঞ্চল্য। মুহূর্তের মধ্যে গোটা এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশ কাটা মুণ্ডুটি উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, মালদা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন আশেপাশে অনেক বেসরকারি নার্সিংহোম গড়ে উঠেছে। কেউ বা কারা মৃত কোনও সদ্যোজাতকে রেল লাইনের ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। হয়তো কুকুরের টানা হেঁচড়া করে এই অবস্থা করেছে। এই ঘটনায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়রা পুলিশকে জানিয়েছেন, রবিবার সকালে সদ্যোজাত শিশুর মুণ্ডুটি চোখে পড়ে স্থানীয়দের। তবে কোথা থেকে মুণ্ডুটি রাস্তার ধারে আসল তা বলতে পারেনি তারা। তারা জানিয়েছেন, মৃত শিশুর শরীরের অংশ দেখা যায়নি। শুধু পড়েছিল মুণ্ডুটি। তবে সদ্যোজাত শিশুর মুণ্ডুটি যারাই ফেলে থাকুক না কেন তা তদন্ত হওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ অবশ্য পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

ডিভিসির ক্যানেল থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ সদরঘাট এলাকায় ক্যানেলের জল থেকে উদ্ধার হয় গণেশ মল্লিকের দেহ। তিনি বেআইনি চোলাই মদের ব্যবসা করতেন বলে অভিযোগ। রবিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, পুলিশের গ্রেপ্তারি এড়াতে ষাট বছর বয়সি গণেশ মল্লিক শুক্রবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার ফকিরপুর এলাকার ক্যানেলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তারপর থেকেই তার কোনও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না। যদিও তিনি সাঁতার জানতেন। অনেকেই মনে করেছিলেন তিনি হয়তো সাঁতার কেটে অন্য কোথাও উঠে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। বয়সের ভারে সম্ভবত তিনি আর সাঁতার কাটতে পারেননি। শনিবার সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ ভেসে ওঠে বর্ধমানের সদরঘাট এলাকার ডিভিসি ক্যানেলের জলে। প্রসঙ্গত, পুলিশের নজর এড়িয়ে এলাকায় বেআইনি চোলাই মদ বিক্রির অভিযোগ আসার পরই তৎপর হয় আফগারি দপ্তর। বেআইনি ভাবে মদ তৈরি ও বিক্রির অভিযোগ পেয়ে শুক্রবার সন্ধ্যায় আবগারি দপ্তরের একটি দল ফকিরপুর এলাকার ক্যানেলের ধারে বেশ কিছু বাড়িতে হানা দেয়। অভিযানে নেমে তল্লাশি চালানোর সময় আগাম খবর পেয়ে দু'জন জলে ঝাঁপ দেন বলে দাবি। তাঁদের মধ্যে একজন ক্যানেলের অন্য পাড়ে উঠে গেলেও, জলে তলিয়ে যান গণেশ মল্লিক। দীর্ঘক্ষণ তাঁর সন্ধান চালিয়েও না মেলায় শনিবার সকাল থেকে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তল্লাশি শুরু করে। অবশেষে সন্ধ্যা নাগাদ তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয় সদরঘাট এলাকার ডিভিসি ক্যানেলের জল থেকে।

শনিবার পুরন্দরপুর আদিরাপাড়ায় ২৫ ফুট লক্ষ্মী প্রতিমার পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়েজুল হক (কাজল শেখ)। উপস্থিত সাঁইথিয়ার বিধায়ক নিলাবতি সাহা, বীরভূম জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম প্রমুখ।

ঘাটালে তৃণমূলের জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ঘাটালের ইড়পালা গ্রাম পঞ্চায়েতের জয়ী তৃণমূল সদস্য দীপক ভট্টাচার্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় ওই পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে চলে গেল। দীপাবলির আগে ঘাটালের বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাটের হাত ধরে তৃণমূলের ওই পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পরই বদলে যায় পঞ্চায়েত দখলে রাখার রাজনৈতিক সমীকরণ। ইড়পালার গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট আসন ১৭টি। দীপকবাবুর যোগদানের পর বিজেপির আসন সংখ্যা হল ৮ এবং তৃণমূলের ৮ থেকে কমে হল ৭। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর দীপক ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূলের সবাই

চোর। তাদের সঙ্গে থাকা যায় না। বিজেপি বিধায়ক শীতল কপাট বলেন, পিকচার আভি বাকি হ্যায়। দেখতে থাকুন হয়।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কাঁকসা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রবিবার বিকেলে পানাগড় বাজারে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের সামনে শাসকদলের বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের সম্পাদক রঞ্জিত কুমার ধীবর,সাধারণ সম্পাদক বিপুল কুমার মণ্ডল সহ কাঁকসা অঞ্চলের ও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। এছাড়াও এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত কাঁকসার বিরুডিহা হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক সুকুমার রুইদাস। এদিন মঞ্চে শিক্ষারত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক সুকুমার রুইদাসকে সংবর্ধনা জানানো হয় তৃণমূলের পক্ষ থেকে। নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিন তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলনের সঙ্গে সকলকে মিষ্টিমুখ করিয়ে বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানো হয়।

মানুষের হাতে ধরা পড়ল অজগর

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল দক্ষিণ থানার অন্তর্গত আসানসোল পুরনিগমের ৩৮ নং ওয়ার্ডের কালিপাহাড়ি ৩ নম্বর ঘুষিক এলাকায় একটি বিশালাকার অজগর উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয় লোকজনরা কোনও মতে অজগর সাপটিকে ধরে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেন।

আসানসোল পুরনিগমের ৩৮ নং ওয়ার্ডের কালিপাহাড়ি ৩ নং ঘুষিক এলাকার বাসিন্দারা দেখতে পান যে, এলাকায় একটি বিশাল অজগর সাপ মুরগি শিকার করছে। স্বাভাবিক ভাবেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়

কয়েকজন যুবক কোনও মতে জঙ্গলের মুখে মুরগি নিয়ে ঢুকে পড়া সাপটিকে ধরেন। সেটিকে একটি ড্রামের মধ্যে ঢোকানো হয়। অজগরটিকে দেখতে লোকজনদের ভিড় জমে যায়। স্থানীয় লোকজনরা এরপর স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর মীনা কুমারী হাঁসদাকে বিষয়টি জানালে তিনি বন দপ্তরকে তা জানান। পরে বন দপ্তরের দল এলাকায় আসে ও সাপটিকে নিয়ে চলে যায়। কাউন্সিলর বলেন, 'কালিপাহাড়ি ৩ নং ঘুষিক এলাকার বাসিন্দারা আমাকে সেখানে একটা অজগর সাপের কথা বলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বন দপ্তরকে খবর পাঠাই। পরে কর্মীরা এসে সাপটিকে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে যান।'

ট্রাক্টর চালকের মৃত্যুতে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: এক ট্রাক্টর চালকের মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল চাঁচল থানার জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুর গ্রামে। রবিবার সকালে গুরুতর জখম অবস্থায় বাড়িতে পৌঁছলে লুটিয়ে পড়েন ওই ট্রাক্টর চালক। পরিবারের দাবি, তিনি ২৪ ঘণ্টা নিখোঁজ ছিলেন। এরপর ফিরে বাড়ির লোকেদের সামনে চিৎকার করে আহত ওই ব্যক্তি কিছু দুষ্কৃতী তাঁকে মেরে ফেলল বলে জানান। স্ত্রীকে এই কথা বলার পরেই জ্ঞান হারান। মালতীপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে কর্মরত চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মাসিদুর রহমান (৪০)। পেশায় ট্রাক্টর চালক। দেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চাঁচল থানার পুলিশ। আর্থিক লেনদেনের জেরেই স্বামীকে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর স্ত্রী কোহিনুর বিবির। মৃতের স্ত্রীর দাবি, 'আমার স্বামী আগে ভিনরাজ্যে শ্রমিক নিয়ে যেতেন। সে নিয়ে ইউনুসের কাছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা পেতেন। পাশাপাশি আমার স্বামীর আনসারুল নামে এক ব্যক্তির কাছে চার হাজার টাকা পেতেন। তারাই খুন করে থাকতে পারে।' পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোদালিয়া নদীতে নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: কোদালিয়া নদীতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা বাগদার পূর্ব হুদাতে। উত্তর ২৪ পরগনা বাগদার পূর্ব হুদা তরুণ সংঘের পরিচালনায় লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষে প্রতি বছর কোদালিয়া নদীতে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। এই বছর ৪৬তম বর্ষে পদার্পণ করেছে তাদের নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে হাজার হাজার দর্শক ভিড় জমিয়েছে নদীর দুই পাড়ে। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাখা হয়েছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ।

মানুষের পরিষেবা খতিয়ে দেখতে রাতে থানায় ফোন হুগলির গ্রামীণ এসপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: থানায় গভীর রাতে নতুন এসপির ফোন আসছে। কর্তব্যরত পুলিশ অফিসাররা সজাগ আছেন কিনা দেখে নেওয়া হচ্ছে। চারচাকা গাড়ির বদলে থানার পুলিশকে এখন মোটরবাইকে করে এলাকায় টহলদারি করতে দেখা যাচ্ছে। থানায় অভিযোগ করলেই সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

কামনাশিস সেন গত ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলি গ্রামীণ জেলা পুলিশ সুপারের পদে যোগ দিয়েছেন। পদে বসেই পুলিশের তৎপরতা বাড়াতে একাধিক পদক্ষেপ করেছেন। গ্রামীণ পুলিশ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, ঢিলেঢালা কাজ বরদাস্ত করা হবে না। এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে তৎপর হতে হবে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করতে হবে। থানায় অভিযোগ নিয়ে এলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করতে হবে। সহযোগিতাসুলভ হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

জানা গিয়েছে, পুলিশ সুপারের কড়া ফরমানে তটস্থ গ্রামীণ হুগলির ১৮টি থানা। থানাগুলোর সামনে

পুলিশের গাড়ি আগের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে না। আগে মাঝরাতে থানায় ফোন করলে অধিকাংশ সময় ফোন ধরা হতো না বলে বহু অভিযোগ শোনা যেত। এখন দায়িত্বরত পুলিশ অফিসার সঙ্গে সঙ্গে ফোন ধরছেন। পদক্ষেপ করছেন সঙ্গে সঙ্গে। গভীর রাতে বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকার থানার পুলিশ অফিসারদের টহলদারি করতে দেখা যাচ্ছে। শহরের রাস্তায় সাদা পোশাকের পুলিশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

এসপি কামনাশিস সেন এদিন বলেন, 'পুলিশ কন্ট্রোল রুম থেকে বিভিন্ন থানায় রাতে পরিচয় না দিয়ে ফোন করা হচ্ছে। আমরা চাইছি থানার দায়িত্বরত অফিসার আরও বেশি সজাগ থাকুক। গাড়িতে নয় থানার পুলিশকে বাইকে টহল দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও খানাকুলের জলমগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার কাজে পুলিশকে এবার নামানো হয়েছে। যেসব পুলিস অফিসাররা ভালো কাজ করবেন, তাঁদের সম্মানিত করা হবে।'

আরামবাগ থানার এক পুলিশ অফিসার বলেন, 'কয়েকদিন আগে রাতে অফিসের দায়িত্বে ছিলাম। হঠাৎ একটা ফোন আসায় সেটি ধরি। দুই একটি কথা বলার পর অপর প্রান্ত থেকে পুলিশ সুপার নিজের পরিচয় দেন। আমি স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। থানার অফিসাররা সজাগ হয়ে এখন ডিউটি করছেন কিনা তা খতিয়ে দেখছেন এসপি!'

খুঁটি পুজোর মাধ্যমে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু আরামবাগের ত্রিধারা সম্মেলনীর

মহেশ্বর চক্রবর্তী ● হুগলি

কথায় আছে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। লক্ষ্মী পুজোর পরেরদিন থেকেই হুগলির আরামবাগে জগদ্ধাত্রী পুজোর কাউন্টডাউন শুরু। খুঁটি পুজোর মাধ্যমে আরামবাগ শহরে জগদ্ধাত্রী পুজোর ঘণ্টা বাজল। এই বছর আরামবাগের বিশিষ্ট কয়েকজন আইনজীবীদের দ্বারা পরিচালিত ত্রিধারা সম্মিলনীর জগদ্ধাত্রী পুজোকে ঘিরে উন্মাদনা বেশ চোখে পড়ার মতো। এদিন আরামবাগের ত্রিধারা সম্মেলনীর জগদ্ধাত্রী পুজোর খুঁটিপুজো হয় গৌরাটি মোড়ে। তাদের এই বছর মণ্ডপসজ্জার জন্য বাজেট ধরা হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা। তাদের এই বছর জগদ্ধাত্রী পুজো ষষ্ঠ বর্ষে পা রেখেছে। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে পুরোহিত মা জগদ্ধাত্রীর আহ্বানে খুঁটি পুজো করেন। প্রতিবছরই জাঁকজমকপূর্ণভাবে থিমের আয়োজন করে ত্রিধারা সম্মিলনীর কর্মকর্তারা। এই বছরও তার ব্যতিক্রম হবে না বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সদস্যরা। কর্মকর্তাদের

দাবি, এই বছর তাদের থিম বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ। বিশ্বকবি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান এবং বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবদান ও বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুরুত্বকে, এই বছর তাদের থিমে তুলে ধরা হচ্ছে বলে জানা যায়। এছাড়াও পুজোকে ঘিরে বিপুল আয়োজন থাকছে ত্রিধারা সম্মিলনীতি। এই বিষয়ে আরামবাগ ত্রিধারা সম্মিলনীর জগদ্ধাত্রী পূজা কমিটির সেক্রেটারি তথা আরামবাগ কোর্টের আইনজীবী সুকান্ত হালদার বলেন, এদিন আমাদের খুঁটি পুজো হয়ে গেল। এরপর আমরা মণ্ডপ তৈরির কাজ শুরু করব। আগামী ২০ নভেম্বর তারিখ মণ্ডপ উদ্বোধন হবে। তার মধ্যেই কাজ শেষ করতে হবে। এবছর আমাদের থিম বাঙালির হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ। প্রত্যেকদিন সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে। খুঁটি পুজোর মাধ্যমে মা জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ সূচনা হল ত্রিধারা সম্মেলনীতে। অপরদিকে আরামবাগ কোর্টের অন্যতম আইনজীবী তথা ক্লাবের সদস্য সংগ্রাম সরকার বলেন, খুঁটি পুজোর মাধ্যমে ২০২৩ সালের জগদ্ধাত্রী পুজোর সূচনা হল ত্রিধারা সম্মিলনীতে। আমাদের পুজোতে প্রতিবছরই নতুনত্ব ছোঁয়া থাকে। তাই সকলকে জগদ্ধাত্রী পুজোতে সামিল হওয়ার জন্য আহ্বান জানালাম। সবমিলিয়ে এদিন আরামবাগের ত্রিধারা সম্মিলনীর খুঁটি পুজোকে কেন্দ্র করে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল বেশ চোখে পড়ার মতো।

ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে গাজায় মৃত অন্তত ৮ হাজার

জেরুজালেম, ২৯ অক্টোবর: জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস নিধনের লক্ষ্যে গাজায় এয়ার স্ট্রাইকের পাশাপাশি স্থলপথেও হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল। ইতিমধ্যেই গাজার উত্তরাংশে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামাসের রকেট হামলার পর থেকেই যুদ্ধপরিস্থিতি মধ্য প্রাচ্যে।

ইজরায়েলের সঙ্গে হামাস বাহিনীর যুদ্ধ ২৩ তম দিনে পড়েছে। ইতিমধ্যেই স্থলপথে হামলা শুরু করেছে ইজরায়েলি সেনা। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সাফ জানিয়েছেন, হামাসের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয় দফার' যুদ্ধ শুরু করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। 'শত্রু' হামাসকে 'মাটির উপর এবং মাটির নীচ' থেকে চিরতরে বিনাশ করতে এই হামলা চালানো হচ্ছে।

ইজরায়েলের এই সাঁড়াশি আক্রমণের জেরে গাজায় বাড়ছে মৃত্যু মিছিল। গাজা কর্তৃপক্ষের তরফে সংবাদ সংস্থা এএফপি-কে জানানো হয়েছে, ইজরায়েলি হানায় গাজাতে এখনও পর্যন্ত অন্তত ৮ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে অর্ধেকই শিশু। অন্য দিকে হামাসের হানায় অন্তত ১৪০০ ইজরায়েলির মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সাফ জানিয়েছেন, হামাসের বিরুদ্ধে 'দ্বিতীয় দফার' যুদ্ধ শুরু করেছে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স। 'শত্রু' হামাসকে 'মাটির উপর এবং মাটির নীচ' থেকে চিরতরে বিনাশ করতে এই হামলা চালানো হচ্ছে। স্থলপথে হামলা শুরু করতেই গাজাবাসীর জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)। আইডিএফ-এর এক মুখপাত্র ভিডিয়ো বার্তায় গাজা সিটি এবং গাজার উত্তরাংশের বাসিন্দাদের গাজার দক্ষিণাংশে সরে যেতে অনুরোধ করেছেন। গাজাবাসীর উদ্দেশে তাঁর অনুরোধ, হামাসের ঢাল হয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তুলবেন না। জয়ের পরই যুদ্ধে ইতি টানার ঘোষণাও এসেছে ইজরায়েলের তরফে।ইজরায়েলের এই আগ্রাসী মনোভাবের জেরে মধ্য প্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। গাজার উত্তরাংশ এখন যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আগামী কয়েক দিনে গাজার বড় অংশের পরিণতি একই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থলপথে হামলার ঝাঁঝ আরও বাড়লে গাজায় প্রাণহানি আরও বাড়বে মনে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কেরলে বিস্ফোরণের জের নিরাপত্তা বাড়ল দিল্লি-মুম্বইতে

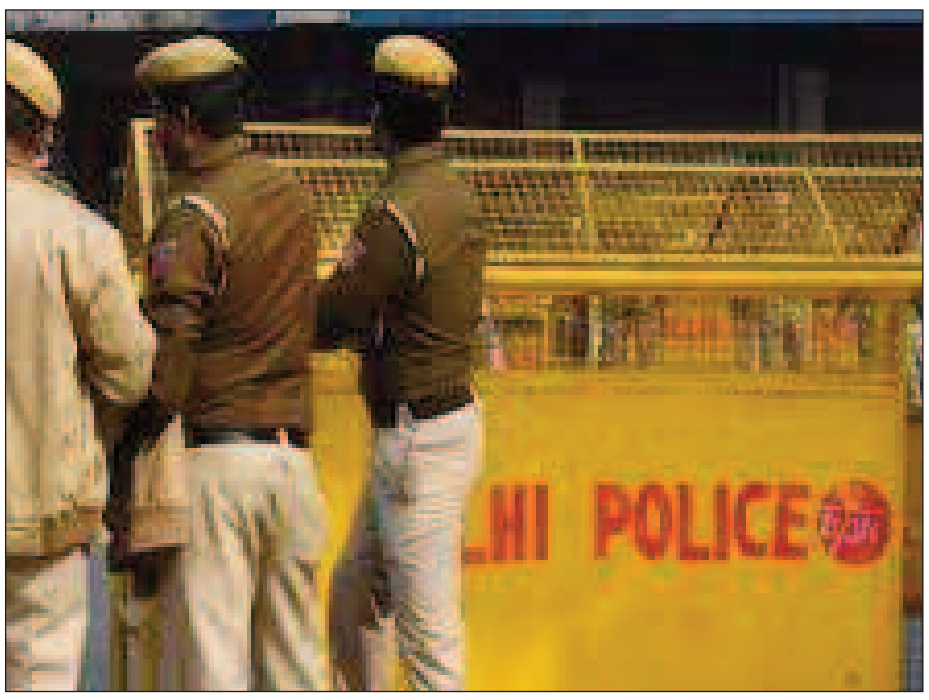

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: কেরলে ধর্মীয় সভায় একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনার পরই দিল্লি ও মুম্বইয়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হল। জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা বাড়াল দিল্লি পুলিশ। সতর্কতা জারি করেছে মুম্বই পুলিশও। বাণিজ্যনগরীর বিভিন্ন প্রান্ত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে।

রবিবার সকালে কেরলের কালামাসেরি এলাকায় একটি কনভেনশন সেন্টারে পর পর বিস্ফোরণ ঘটে। এক জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন আরও অনেকে। এই ঘটনায় জঙ্গি যোগ রয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়েছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ-র দল। যদিও এক ব্যক্তি ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। তবে তার তার দাবির সত্যতা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারীরা।

কেরলে বিস্ফোরণের পরই দিল্লি ও মুম্বইকে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে। এক বিবৃতিতে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছে দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল। বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। একই ছবি ধরা পড়েছে মায়ানগরীতেও। উৎসবের মরশুমে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে সতর্ক মুম্বই পুলিশও।

রবিবার সকালে কেরলের এর্নাকুলামের কালামাসেরিতে একটি কনভেনশন সেন্টারে পর পর বিস্ফোরণ ঘটে। কেরল পুলিশ দাবি করেছে, এই বিস্ফোরণে আইইডি ব্যবহার করা হয়েছে। বিস্ফোরণের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল তৈরি করা হয়েছে। সূত্রের দাবি, টিফিন বাক্সের মধ্যে বিস্ফোরক রাখা ছিল। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এনআইএ-র পাশাপাশি ঘটনাস্থলে গিয়েছে এনএসজি-ও।

মিজোরামে বাতিল হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা

শ্রীনগর, ২৯ অক্টোবর: ভোটমুখী মিজোরামে বাতিল হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভা। আগামী সপ্তাহেই মিজোরামে সভা করার কথা ছিল মোদির। কিন্তু সেই সভায় মোদি যাবেন না বলেই বিজেপি সূত্রের খবর। বদলে সেখানে যেতে পারেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । তবে প্রধানমন্ত্রীর সভা বাতিলের কারণ বিজেপি জানায়নি। বিজেপি সরকারিভাবে কারণ না জানালেও মনে করা হচ্ছে পড়শি রাজ্য মণিপুরের পরিস্থিতির জেরেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মণিপুরের মানুষ এমনিতেই বিজেপির উপর ক্ষিপ্ত। আর মণিপুরের জনজাতিদের একটা বড় অংশের সঙ্গে মণিপুরবাসীর যোগাযোগ আছে। তাই মণিপুরের মতো মিজোরামবাসীও ক্ষুব্ধ বিজেপির উপর। সম্ভবত সেকারণেই সেরাজ্যে মোদিকে দিয়ে সভা করানোর ঝুঁকি নিতে চাইছে না বিজেপি।তাছাড়া ছোট্ট রাজ্যটিতে প্রধানমন্ত্রীর সভাস্থলে লোক জড়ো করাটাও বড় চ্যালেঞ্জ বিজেপির। খ্রিষ্টানপ্রধান মিজোরামে এমনিতেও বিজেপির বিশেষ প্রভাব নেই। এতদিন অবশ্য সেরাজ্যের শাসক দল মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট বিজেপির জোটসঙ্গী ছিল। কিন্তু মণিপুর কাণ্ডের পর মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টও আর বিজেপির সঙ্গে নেই। মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্টের নেতা তথা মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা দিন তিনেক আগেই ঘোষণা করেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর সভায় থাকবেন না। কারণ, হিসাবে তিনিও মণিপুর পরিস্থিতির কথাই তুলে ধরেন।আগামী ৭ নভেম্বর মিজোরামের ৪০ আসনের নির্বাচন।

বন্দি প্যালেস্তিনীয়দের মুক্তি দিলে হামাসও পণবন্দি ছাড়বে

দাবি প্যালেস্তাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠীর

গাজা, ২৯ অক্টোবর: ইজরায়েলের কারাগারে বন্দি প্যালেস্তিনীয়দের মুক্তি দিলে হামাসও পণবন্দি ইজরায়েলিদের ছেড়ে দেবে, এমনটাই দাবি করেছে প্যালেস্তাইনের সশস্ত্র গোষ্ঠী। এএফপি জানিয়েছে, হামাসের অন্যতম মুখপাত্র আবু ওবেদিয়া একটি টেলিভিশন সম্প্রচারে এই ঘোষণা করেছেন। হামাস পরিচালিত চ্যানেল আল-আকসা টিভিতে বলা হয়েছে, 'শত্রুপক্ষের যে বিপুল সংখ্যক মানুষ আমাদের হাতে বন্দি, তাঁদের মুক্তির জন্য মূল্য দিতে হবে ইজরায়েলকে। তাদের কারাগার খালি করতে হবে। ইজরায়েলের কারাগারে যত প্যালেস্তিনীয় বন্দি আছেন, তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। তবেই আমরাও ইজরায়েলি বন্দিদের ছেড়ে দেব।' অনেকে বলছেন, ইজরায়েলের হামলার মুখে তবে কি পিছু হটতে শুরু করেছে হামাস?

অন্য দিকে, গাজার ভূখণ্ডে ঢুকে স্থলপথে হামাসকে আক্রমণ করেছে ইজরায়েলি ফৌজ। এখনও সেই অভিযান চলছে। ইজরায়েলি ট্যাঙ্ক থেকে মুহুর্মুহু গোলাবর্ষণ করা হচ্ছে হামাসের ঘাঁটি লক্ষ্য করে। ইজরায়েলের হামলায় গাজায় ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সমগ্র বিশ্বের থেকে এক প্রকার বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে গাজা। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন অন্তত ২৩ লক্ষ সাধারণ মানুষ। গাজায় যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত।

দুর্ঘটনায় গর্ভপাত, ভ্রূণের মৃত্যুর জন্য ১০ লক্ষ ক্ষতিপূরণের নির্দেশ

মুম্বই, ২৯ অক্টোবর: ২০১৪ সালের এক ভয়াবহ দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারিয়েছিলেন তরুণী। ৭ মাসের গর্ভস্থ ভ্রূণেরও মৃত্যু হয় সেই দুর্ঘটনায়। সেই মামলায় গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যুর ৯ বছর পর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী গাড়ির সংস্থাকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল মুম্বইয়ের বিশেষ আদালত। গাড়িটি যে ভ্রমণ সংস্থার ছিল তাদের ওই মহিলাকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ওই টাকা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। আদালতের পর্যবেক্ষণ সাত মাসের ভ্রূণের মূল্যও জীবন্ত মানুষেরই সমান।

বিশেষ আদালত জানিয়েছে, পথ দুর্ঘটনায় মানুষের মৃত্যু হলে বা কোনও ক্ষতি হলে তার আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথা সংবিধানে রয়েছে। কিন্তু মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্টের ১৬৬ নম্বর ধারায় ভ্রূণের ক্ষয়ক্ষতির কোনও উল্লেখ নেই। সন্তানধারণের ২০ সপ্তাহ থেকেই অন্তঃসত্ত্বা মহিলারা ভ্রূণের নড়াচড়া অনুভব করতে পারেন। প্রসবকালের প্রায় শেষ মুহূর্তে এসে এমন ঘটনার জন্য ওই মহিলাকে মানসিকভাবেও যথেষ্ট খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

সন্তান প্রসবের মাত্র কয়েক মাস আগে স্বামী ও গর্ভস্থ সন্তানকে হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তরুণী। ঘটনার ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও তিনি পুরোপুরি মানসিকভাবে সুস্থ হননি। রয়েছে শারীরিক অসুস্থতাও। যদিও আর্থিক ক্ষতিপূরণ গোটা ঘটনার ক্ষত সারাতে পারে না। কিন্তু তরুণীর বাকি জীবন কাটানোর জন্য প্রয়োজন অর্থের। তাছাড়া তাঁর চিকিৎসার জন্যও বহু টাকা ব্যয় হয়েছে। সব দিক বিচার করেই আদালত তাঁকে ১০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে।

জানা গিয়েছে ২০১৪ সালে গুরগাঁওতে স্বামীর সঙ্গে বাইকে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে। একটি গাড়ি বাইকে ধাক্কা মারে। মৃত্যু হয় মহিলার স্বামী। মহিলাও গুরুতর আঘাত পান। তাঁর গর্ভস্থ ভ্রূণের মৃত্যু হয়। সেই মামলায় এতদিন পর এমন একটি ঐতিহাসিক নির্দেশ দিল আদালত।

ঘরে জিনিস দিতে এসে মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার যুবক

নয়ডা, ২৯ অক্টোবর: মুদিখানা মালের ডেলিভারি দিতে গিয়ে এক মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল ডেলিভারি বয়ের বিরুদ্ধে। গ্রেটার নয়ডার বহুতলে থাকতেন ওই মহিলা। মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে মুদ্রিদ্রব্যের অর্ডার দিয়েছিলেন তিনি। সেই জিনিসগুলি দিতে এসেই ২৩ বছরের যুবক তাঁকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এর পর অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ গ্রেপ্তার করতে যায় অভিযুক্ত যুবককে। সে সময় পুলিশের পিস্তল ছিনিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ। অবশ্য পরে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতের থেকে পুলিশের বন্দুকও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, গ্রেটার নয়ডার বহুতলে ওই যুবক যখন মুদ্রিদ্রব্যের ডেলিভারি করতে এসেছিল সে সময় ওই ফ্ল্যাটে একাই ছিলেন মহিলা। সেই সুযোগেই ওই যুবক তাঁকে ধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। শুক্রবার এই ঘটনা ঘটার পরই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা মহিলা। এরপর অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। গ্রেটার নয়ডার এক রেসিডেন্সিয়াল এলাকা থেকে তাঁকে ধরতে যায় পুলিশ। সে সময়ই এক পুলিশকর্মীর থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নেয় অভিযুক্ত এবং সেখান থেকে পালিয়ে যায়। এর পর ফের তাঁর খোঁজ শুরু করে পুলিশ। পুলিশ ধরতে গেলে অভিযুক্ত পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। পুলিশের পাল্টা গুলিতে আহত হন অভিযুক্ত যুবক। এর পর তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণ ছাড়াও ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। বর্তমানে অভিযুক্ত হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, অতীতে বেআইনি ভাবে মদ বিক্রির অভিযোগে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

শ্রীনগরে জঙ্গিদের নিশানায় পুলিশ আধিকারিক, চলল গুলি

শ্রীনগর, ২৯ অক্টোবর: কনভেনশন সেন্টারে জঙ্গি হামলা নিয়ে যখন আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণের রাজ্য কেরলে, হাই অ্যালার্ট জারি হয়েছে দিল্লি-মুম্বইয়ে, সেই সময় জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে জঙ্গিদের গুলিতে বিদ্ধ হলেন এক পুলিশ আধিকারিক। রবিবার বিকালে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। যদিও কোন জঙ্গি সংগঠনের তরফে পুলিশ আধিকারিকের উপর হামলা চালানো হয়েছে, তা এখনও জানা যায়নি।পুলিশ জানায়, গুলিবিদ্ধ পুলিশ আধিকারিকের নাম মাসরুর আহমেদ। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ইন্সপেক্টর পদাধিকারীর মাসরুরকে শ্রীনগরের ইদগাহ এলাকায় এক রপুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। পিস্তল দিয়েই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালনা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। গুরুতর আহত মাসরুর আহমেদকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলাকারীর হদিশ এখনও পাওয়া যায়নি। গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে।প্রসঙ্গত, দিন তিনেক আগেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করে পাকিস্তান জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে হামলা চালায়। বৃহস্পতিবার রাতে জম্মু ও কাশ্মীরের আরএস পুরা সেক্টরের আর্নিয়া এলাকায়, বিএসএফ-এর একটি ঘাঁটি লক্ষ্য করে অতর্কিতে গোলা-বর্ষণ শুরু করে পাক রেঞ্জার্সরা। ভারতীয় সেনাও পাল্টা জবাব দেয়। শুক্রবার ভোররাত পর্যন্ত দু-পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই চলে। সেই লড়াইয়ে কোনও জওয়ান বা সাধারণ নাগরিকের হতাহতের কোনও খবর নেই। তবে সেই ঘটনার তিন দিনের মাথায় পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে জঙ্গিদের গুলি ছোড়ার ঘটনা ফের উপত্যকায় উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

এটিএম থেকে মিলবে খুচরো, নয়া পরিকল্পনা আরবিআই-এর

নয়াদিল্লি, ২৯ অক্টোবর: খুচরো নিয়ে নিত্য ঝামেলা। বাস-ট্রেন কিংবা মেট্রো, অথবা মুদির দোকান, খুচরো দিতে হলেই মাথায় হাত। ৫ টাকার কয়েন যদিও বা পাওয়া যায়, ১ টাকা- ২ টাকা অনেক সময় মানিব্যাগ হাতড়েও মেলে না। আর সেই নিয়েই রোজের ঝামেলা। তারই এবার অভিনব সমাধান নিয়ে আসছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সূত্রের খবর, এবার এটিএম থেকে নোটের মতোই যাতে খুচরোও পাওয়া যায়, সেই ব্যবস্থাই করতে চলেছে আরবিআই।

আপাতত পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে এটিএম-এর কয়েন মেশিন চালু করার কথা ভেবেছে আরবিআই। প্রাথমিকভাবে ভারতের ১২টি শহরে এমন কয়েন ভেন্ডিং মেশিন বসানোর কথা ভাবা হয়েছে। সেখানে মেশিনের উপর কিউআর কোড থাকবে, যা ইউপিআই অ্যাপের সাহায্যে স্ক্যান করলেই মেশিন থেকে বেরিয়ে আসবে পছন্দমতো ১, ২ কিংবা ৫ টাকার কয়েন।

রাজস্থানে দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৭ জনের মৃত্যু

জয়পুর, ২৯ অক্টোবর: রাজস্থানের হনুমানগড় জেলায় পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন ৭ জন। আহত হয়েছেন ২ জন। মৃতেরা সকলেই একই পরিবারের সদস্য বলে জানা গিয়েছে। ঘটেছে এই ঘটনা। শনিবার রাতে একটি অনুষ্ঠান থেকে গাড়ি করে ফিরছিলেন ওই পরিবারের সদস্যরা। সে সময়ই একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। দু'জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে দুর্ঘটনায় মৃতেরা হলেন পরমজিৎ কৌর (৬০), খুশবিন্দর সিং (২৫), পরমজিৎ কৌর (২২), মনোজ সিং (৫), রামপাল (৩৬), রীনা (৩৫) এবং রিত (১২)। গুরুতর আহত অবস্থায় আকাশদীপ সিং (১৪) এবং মানরাজ কৌর (২) বিকানের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।অন্যদিকে উত্তর প্রদেশের বালিয়াতে চার জনের মৃত্যু হয়েছে পথ দুর্ঘটনায়। আহত হয়েছেন ৮ জন। অটো রিক্সার সঙ্গে একটি গাড়ির ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা নিয়ে বালিয়ার পুলিশ সুপার এস আনন্দ বলেছেন, 'মৃত এবং আহতেরা রাঁধুনির কাজ করতেন। একটি গ্রামে বিয়েবাড়িতে রান্নার কাজ করে ফিরছিলেন তাঁরা। সে সময়ই দুর্ঘটনা ঘটেছে। অটোরিক্সা দাঁড়িয়েছিল। সে সময়ই একটি গাড়ি এসে ধাক্কা মারে। তার জেরেই এই দুর্ঘটনা।'

বিশ্বকাপে প্রথম 'ডাক' কোহলির

নিজস্ব প্রতিনিধি: লক্ষ্ণৌ অধীর ছিল বিরাট কোহলির ৪৯তম ওয়ানডে শতকের জন্য। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দর্শকদের হতাশই করেছেন কোহলি। ডেভিড উইলির বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন শূন্য রানে। ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ মিলিয়ে ৫৬ ইনিংসে এটি কোহলির প্রথম 'ডাক'।

বিশ্বকাপে অপরাজিত থাকা ভারতের আজকের শুরুটা একেবারেই ভালো হয়নি। ৯ রানে ক্রিস ওকসের বলে ফিরে যান ওপেনার শুবমান গিল। এরপর উইকেটে গিয়ে কোহলি যে কিছুটা চাপে ছিলেন সেটা বোঝা গেছে তাঁর শট নির্বাচনেই।

এক-দুই-তিন করে টানা ৮ বল খেলেও রান নিতে পারেননি। এতগুলো ডট বলের পর প্রথম রানটার জন্য কিছুটা মরিয়াই ছিলেন ভারতের সাবেক অধিনায়ক। সেই চাপ থেকে নিজেকে বের করতে

গিয়েই উইলির বলে মিড অফে বেন স্টোকসের হাতে ক্যাচ তুলে দেন কোহলি। তিন অঙ্কের ইনিংস দেখার অপেক্ষায় থাকা লক্ষ্ণৌর দর্শকদের জন্য এ ছিল উত্তেজনায় জল ঢেলে দেওয়ার মতো।

মজার ব্যাপার হচ্ছে কোহলি যাঁর বলে আউট হয়েছেন, সেই ডেভিড উইলি আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দলে তাঁর সতীর্থ। কোহলিকে ফেরানোর পর উইলি ও ইংলিশ দলের উদ্‌যাপনই বলে দিচ্ছিল কোহলি উইকেটটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাদের জন্য।

কোহলি এখনো পর্যন্ত বিশ্বকাপে এক হাজারের বেশি রান করেছেন (দুই সংস্করণ মিলিয়েই)। ক্রিকেট ইতিহাসে শুধু চারজন ব্যাটসম্যানই আছেন, যাঁরা একবারও শূন্য রানে আউট না হয়ে হাজার রানের মাইলফলক ছুঁয়েছেন।

কোহলি এঁদের একজন। বাকি তিনজন অস্ট্রেলিয়ার ডেভিড ওয়ার্নার, শ্রীলঙ্কার সনাৎ জয়াসুরিয়া ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভিভ রিচার্ডস।

চারজনের মধ্যে কোহলি, ওয়ার্নারই শুধু এখনো খেলে চলেছেন।

অস্ট্রেলিয়া নিজেদের আসল রূপে ফিরতে শুরু করেছে, বলছেন ফিঞ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি: কী দুর্দান্তভাবেই না ফিরে এসেছে অস্ট্রেলিয়া। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের এবারের টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল টানা দুই হারে। তা,ও আবার বড় হার; ভারতের কাছে ৬ উইকেটে আর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ১৩৪ রানে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ৫ উইকেটের জয়ে হারের বৃত্ত ভাঙে অস্ট্রেলিয়া। এরপর টানা আরও ৩টি ম্যাচ জিতেছে প্যাট কামিন্সের দল। পাকিস্তানকে হারিয়েছে ৬২ রানে। এরপর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে রেকর্ড ৩০৯ রানের জয়ের পর নিউজিল্যান্ডকে কাল হারিয়েছে ৫ রানে।

টানা চার জয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার চতুর্থ স্থানে অস্ট্রেলিয়া। কামিন্সরা তাঁদের পরের তিনটি ম্যাচ খেলবেন ইংল্যান্ড, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের বিপক্ষে। প্রথম রাউন্ডে তাঁদের শেষ দুটি ম্যাচ তুলনামূলক কম শক্তির দলের বিপক্ষে। সেমিফাইনালে ওঠার সম্ভাবনাও ভালোই আছে। কেটে গেছে টুর্নামেন্টের শুরুর দিকের ভয়।

ভয় কেটে যাওয়ার কারণেই কি না গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয়ের পর অস্ট্রেলিয়ার সাবেক

অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ বললেন, তাঁর কাছে মনে হচ্ছে কামিন্স,স্টার্করা নিজেদের আসল রূপ ফিরে পেতে শুরু করেছেন।

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ শেষে ফিঞ্চ বিবিসিকে বলেছেন, 'সত্যিকার অর্থেই তারা (অস্ট্রেলিয়া) নিজেদের ফিরে পেতে শুরু করেছে। অস্ট্রেলিয়ার একাদশে না থাকা খেলোয়াড়দের দিকে যদি তাকান, আপনি দেখবেন মার্কাস স্টয়নিস ও ক্যামেরন গ্রিনের মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়েরা আছে। যারা মিডল অর্ডারে ফিরতে পারে।'

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে কাল অস্ট্রেলিয়া আগে ব্যাট করে ৪৯.২ ওভারে ৩৮৮ রান তোলে। চোট কাটিয়ে দলে ফেরা ট্রাভিস হেড খেলেন ৬৭ বলে ১০৯ রানের বিধ্বংসী ইনিংস। লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে নিউজিল্যান্ডও খেলেছে দারুণ। রাচিন রবীন্দ্রর ৮৯ বলে ১১৬ রান আর ড্যারিল মিচেল ও জিমি নিশামের অর্ধশতকে ৫০ ওভারে ৩৮৩ রান করে কিউইরা। দুর্দান্ত ছন্দে থাকা অস্ট্রেলিয়ার স্পিনার অ্যাডাম জাম্পা ৭৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। দুটি করে উইকেট নিয়েছেন জশ হ্যাজলউড ও প্যাট কামিন্স।

কোহলি, রোহিত, উইলিয়ামসনের গুণ সবচেয়ে ভালো লাগে বাবরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, বাবর আজম ও কেইন উইলিয়ামসন;চারজনই এবারের বিশ্বকাপে এসেছিলেন টুর্নামেন্টটা নিজের করে নিতে। কিন্তু কোহলি ও রোহিত ব্যাট হাতে দারুণ ছন্দে থাকলেও বাবর তা পারছেন না। আর উইলিয়ামসন তো এক ম্যাচ খেলেই আবারও চোটে পড়ে মাঠের বাইরে চলে গেছেন।

বাবরের ব্যাটিং আর তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে পাকিস্তানের সাবেক খেলোয়াড়েরা তুমুল সমালোচনা করে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্টার স্পোর্টসের পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে কোহলি, রোহিত ও উইলিয়ামসনের জন্য বাবরের মুগ্ধতা।

বাবর ভিডিওর প্রথমে বলেছেন, 'বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও কেইন উইলিয়ামসন আমার প্রিয় ব্যাটার। তারা বিশ্বের শীর্ষ খেলোয়াড়। তারা কন্ডিশনটা ভালো বুঝতে পারে। এ কারণেই তারা সেরা। আমি তাদের প্রশংসা করি।'

বাবর এরপর বলেছেন, এই

তিনজনের কোন ব্যাপারটি তাঁর সবচেয়ে ভালো লাগে। বাবরের কথা, 'বিরাট, রোহিত ও কেইনের যে জিনিসটি আমার সবচেয়ে ভালো লাগে, সেটা হলো দলকে তারা কঠিন পরিস্থিতি থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। কঠিন বোলিংয়ের বিপক্ষেও তারা রান করতে পারে। এটা আমি তাদের কাছ থেকে শিখতে চেষ্টা করি।'

এবারের বিশ্বকাপে পাকিস্তান ৬ ম্যাচ খেলে মাত্র ২টি ম্যাচই জিতেছে। প্রথম দুই ম্যাচ জেতার পর টানা চার ম্যাচে হেরে খাদের কিনারে পৌঁছে গেছে। সেমিফাইনালে যেতে হলে বাকি তিনটি ম্যাচ অবশ্যই জিততে হবে পাকিস্তানকে, এরপর তাকিয়ে থাকতে অন্য ম্যাচগুলোর ফলের দিকে। পাকিস্তান তাদের প্রথম রাউন্ডের শেষ তিনটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে।

বিশ্বকাপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে?

দল	ম্যাচ	জয়	হার	পয়েন্ট
ভারত	৬	৬	০	১২
দঃ আফ্রিকা	৬	৫	১	১০
নিউ জিল্যান্ড	৬	৪	২	৮
অস্ট্রেলিয়া	৬	৪	২	৬
শ্রীলঙ্কা	৫	২	৩	৪
পাকিস্তান	৬	২	৪	৪
আফগানিস্তান	৫	২	৩	৪
নেদারল্যান্ডস	৬	২	৪	২
বাংলাদেশ	৬	১	৫	২
ইংল্যান্ড	৬	১	৫	২

রোহিতকে 'নিঃস্বার্থ' বলে কোহলিকে গম্ভীরের খোঁচা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপটা দারুণভাবে শুরু করেছে ভারত। প্রথম পাঁচ ম্যাচের প্রতিটিতেই জিতেছে তারা। দলের এমন দুরন্ত যাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান দলের দুই সেরা তারকা রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির। দুজনে দারুণ প্রশংসিতও হচ্ছেন। তবে দুজন মিলে দলকে টেনে নিলেও তাঁদের নিয়ে অনেক সমর্থকের মধ্যে আছে বিপরীতমুখী মূল্যায়ন। সেই মূল্যায়নকেই যেন বিশ্বকাপের মাঝামাঝি সময়ে নতুন করে উসকে দিলেন সাবেক ওপেনার গৌতম গম্ভীর। রোহিতের গুরুত্বকে খাটো করে কোহলিকে নিয়ে ভক্ত ও সম্প্রচারকদের মেতে থাকার অভিযোগ এনেছেন গম্ভীর।

স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপে সেই চ্যানেলটির ওপরই পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনেন গম্ভীর। রোহিতকে এ সময় 'নিঃস্বার্থ' উল্লেখ করে গম্ভীর বলেছেন, 'ভক্ত এবং সম্প্রচারকদের মতো রোহিত শর্মা পরিসংখ্যান নিয়ে মেতে থাকে না। সে তার ইনিংসগুলো দিয়েই নিজের বার্তা দেয়, যেমনটা নেতারা করে থাকে।' বর্তমানে রোহিত শর্মার শতক ৩১টি। তবে নিজের কথা ভেবে খেললে এত দিন তাঁর শতকসংখ্যা ৪০-৪৫ হয়ে যেত বলে মন্তব্য করেছেন গম্ভীর। তিনি বলেছেন, 'রোহিত শর্মার এত দিনে ৪০-৪৫টি শতক হয়ে যেত। কিন্তু সে শতকে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে না। সে নিঃস্বার্থ।'

সাম্প্রতিক সময়ে কোহলির ৫০তম শতক ছোঁয়া নিয়ে প্রচুর কথা হচ্ছে। এ মুহূর্তে কোহলির শতকের সংখ্যা ৪৮। আর একটি শতক পেলেই ছুঁয়ে ফেলবেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারের করা ৪৯ শতকের রেকর্ড। আর দুটি পেলে ছাড়িয়ে যাবেন টেন্ডুলকারকেও। এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচে সেঞ্চুরির জন্য স্ট্রাইক ধরে রাখা নিয়েও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল কোহলিকে।

সে সময় কোহলির ওই শতকে 'ব্যক্তিস্বার্থ' দেখার কথা বলেন চেতেশ্বর পূজারা। টেস্ট বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত পূজারা মনে করেন, কোহলির শতক পূরণের জন্য ভারতের রানের গতি কমে গেছে।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন কুমারা, ফিরলেন চামিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাঁ উরুর চোটে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন লঙ্কান পেসার লাহিরু কুমারা। পুনেতে সোমবার আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচকে সামনে রেখে অনুশীলনের সময় চোটে পড়েছেন এই পেসার। তাঁর বদলি হিসেবে বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হয়েছে আরেক পেসার দুষ্মন্ত চামিরাকে।

বিশ্বকাপে তিনি শ্রীলঙ্কার তৃতীয় বদলি ক্রিকেটার। এর আগে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক দাসুন শানাকার চোটে দলে ঢুকেছিলেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার চামিকা করুনারত্নে। এরপর মাতিশা পাতিরানার চোটে দলে সুযোগ পেয়েছিলেন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস।

চামিরা দীর্ঘদিন ধরে চোটে ছিলেন। চামিরা প্রথম চোটে পড়েছিলেন জিম্বাবুয়েতে হওয়া বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচে। এরপর এই পেসার আবার চোটে পড়েন লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগে। যে কারণে এশিয়া কাপ এবং বিশ্বকাপের চূড়ান্ত দলে তাঁকে রাখা হয়নি। তবে সুস্থ হয়ে ওঠায় তাঁকে রিজার্ভ হিসেবে রাখা হয়েছিল।

গত ১৯ অক্টোবর শ্রীলঙ্কার নির্বাচকেরা ভারতে ডেকে

পাঠিয়েছেন ম্যাথুস ও চামিরাকে। তখন নতুন করে কেউ চোটে পড়েননি।

কিন্তু কেউ চোটে পড়লে যেন তাড়াহুড়া করতে না হয়, আকস্মিক পরিস্থিতি সামলাতেই এমন সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে ছিল ক্রিকেট শ্রীলঙ্কা (এসএলসি)। সেই সিদ্ধান্তই কাজে দিয়েছে।

কুমারা ছিলেন দুর্দান্ত ছন্দে। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৮ উইকেটে জয়ের ম্যাচে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন কুমারা। জস বাটলার, লিয়াম লিভিংস্টোন ও বেন স্টোকসকে ফিরিয়ে হয়েছিলেন ম্যাচসেরা। চামিরা সর্বশেষ ওয়ানডে খেলেছেন চলতি বছরের জুনে, আফগানিস্তানের বিপক্ষে। ওয়ানডেতে চামিরা এখন পর্যন্ত ম্যাচ খেলেছেন ৪৪টি, উইকেট পেয়েছেন ৫০টি।

চলতি বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কা আছে পয়েন্ট তালিকার পাঁচ নম্বরে। প্রথম তিন ম্যাচ হারা শ্রীলঙ্কা নেদারল্যান্ডস ও ইংল্যান্ডকে হারিয়ে বিশ্বকাপে এখনো টিকে আছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে রোহিতের ১৮ হাজার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইনিংসটা ৮৭ রানের। ১০ চার ও ৩ ছয়ে খেলা ইনিংসটিতে তিনটি মাইলফলক ছুঁয়েছেন রোহিত শর্মা। পঞ্চম ভারতীয় হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৮ হাজার রান এবং ২০২৩ সালে তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ওয়ানডেতে এক হাজার রানও পূর্ণ করেছেন ভারতীয় অধিনায়ক। এ ছাড়া সাকিব আল হাসান ও বিরাট কোহলির পর তৃতীয় ব্যাটসম্যান হিসেবে ছুঁয়েছেন বিশ্বকাপে ১২তম অর্ধশতকের মাইলফলকও।

লক্ষ্ণৌতে রোহিতের

মাইলফলক ছোঁয়া ইনিংসের দিনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৯ রান তুলেছে ভারত। টস হেরে ব্যাট করতে নামা ভারতের ইনিংসে রোহিতের ৮৭-ই সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪৯ রান আসে সূর্যকুমার যাদবের ব্যাট থেকে। সর্বশেষ দুই ম্যাচে বড় ইনিংস খেলা বিরাট কোহলি ৯ বল খেলে আউট হন শূন্য রানে। ইংল্যান্ডের হয়ে বাঁহাতি পেসার ডেভিড উইলি নেন তিনটি উইকেট।

টানা তিন ম্যাচে হেরে যাওয়া ইংল্যান্ড শুরুতেই ভারতকে বড় ধাক্কা দেয়। ক্রিস ওকস ও উইলি ৪০ রানের মধ্যেই তুলে নেন ৩ উইকেট। এর মধ্যে শুবমান গিল (৯) ও শ্রেয়াস আইয়ারকে (৪) ফেরান ওকস; আর প্রথম রান তুলতে হিমশিম খাওয়া কোহলিকে মিড অফে বেন স্টোকসের ক্যাচ বানান উইলি।

শিকড় ভারতে হলেও নিজেকে শতভাগ কিউই ভাবেন রবীন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০১৬ সালে বাংলাদেশে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলে গেছেন। তবে রাচিন রবীন্দ্র নামটার সঙ্গে বাংলাদেশের সমর্থকদের ভালো করে পরিচয় ২০২১ সালে। সে বছর বাংলাদেশের বিপক্ষে মিরপুরে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের এই অলরাউন্ডারের। আর এবারের বিশ্বকাপে নামটা এমনভাবে খোদাই করে রেখেছেন যে, কারও ভুলে যাওয়ার সুযোগ নেই!

বিশ্বকাপে ৬ ম্যাচে দুটি করে শতক ও অর্ধশতকে ৪০৬ রান করেছেন রবীন্দ্র। সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহকদের তালিকায় তিনি আছেন তিন নম্বরে। এ ছাড়া বল হাতে নিয়েছেন ৩ উইকেট। সর্বশেষ গতকাল অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১১৬ রানের দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দিয়েছেন। যদিও অল্পের জন্য তাঁর ইনিংসটা বৃথা গেছে। রানবন্যার রোমাঞ্চ ছড়ানো ম্যাচে নিউজিল্যান্ড ৫ রানে হেরে গেছে।

নিউজিল্যান্ডকে কাল জেতাতে না পারলেও নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে খুশি রবীন্দ্র। ম্যাচ,পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে ২৩ বছর বয়সী অলরাউন্ডার বলেছেন, 'সবাই আমার ক্রিকেট জীবনের শুরুটা দেখতে পাচ্ছেন। এভাবে শুরু করতে পেরে ভালো লাগছে। এখানে বিশ্বকাপ খেলতে আসার অনুভূতি দারুণ। সবকিছু যেভাবে হচ্ছে, তাতে

(বিশ্বকাপ) আরও বেশি উপভোগ্য হয়ে উঠছে। আমাকে নিয়ে কারও কোনো প্রত্যাশা ছিল কি না, জানি না। আমিও বড় প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি। শুধু দেশের জন্য ভালো খেলতে চেয়েছি।'

নিউজিল্যান্ডের রাজধানী ওয়েলিংটনে জন্ম হলেও রবীন্দ্রর শিকড় ভারতে, সেটা অনেকেরই জানা। '৯০-এর দশকে ভারতের বেঙ্গালুরু থেকে নিউজিল্যান্ডে পাড়ি জমিয়েছিলেন রবীন্দ্রর বাবা রবি কৃষ্ণমূর্তি ও মা দীপা কৃষ্ণমূর্তি। রবি পেশায় সফটওয়্যার প্রকৌশলী হলেও একসময় ক্লাব ক্রিকেট খেলতেন। রবি-দীপা দম্পতির খুব পছন্দের ক্রিকেটার রাহুল দ্রাবিড় ও শচীন টেন্ডুলকার। তাই রাহুলের 'রা' আর শচীন থেকে 'চিন' নিয়ে ছেলের নাম রেখেছেন।

যেখানে তাঁর শিকড়, সেই ভারতে পারফর্ম করার ক্ষেত্রে কোনো চাপ অনুভব করছেন কি না, এমন প্রশ্নে রাচিন রবীন্দ্র বলেছেন, 'এ ধরনের প্রশ্ন আমাকে বহুবার করা হয়েছে। তবে আমি নিজেকে ১০০ কিউই মনে করি। পাশাপাশি ভারতীয় ঐতিহ্য নিয়েও গর্বিত। আমার মা-বাবা যে দেশে জন্মেছেন, যে দেশে তাঁরা বেড়ে উঠেছেন, যে দেশে আমার বেশির ভাগ আত্মীয়স্বজন থাকেন, সে দেশে ভালো খেলতে পেরে গর্ব বোধ হচ্ছে।'

'এল ক্লাসিকো'তে আবার ভিনিসিয়ুসের সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ, তদন্ত করবে বার্সা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভিনিসিয়ুস জুনিয়রের প্রতি বর্ণবাদী আচরণ যেন থামছেই না। এবার বার্সেলোনার বিপক্ষে 'এল ক্লাসিকো'তে আবার ভিনিসিয়ুসের বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বার্সা জানিয়েছে, তারা যেকোনো ধরনের বর্ণবাদী আচরণের তদন্ত করবে।

গতকাল লুইস কোম্পানিস অলিম্পিক স্টেডিয়ামে বছরের প্রথম 'এল ক্লাসিকো'তে মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনা। ম্যাচের শুরুতে ইলকাই গুন্দোয়ানের গোলে এগিয়ে যায় বার্সা। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জোড়া গোল করে বার্সা সমর্থকদের স্তব্ধ করে দেন জুড বেলিংহাম। ২,১ গোলে ম্যাচ জিতে শীর্ষে উঠে মাঠ ছাড়ে 'লস ব্লাঙ্কোস' শিবির।

আর রিয়ালের ক্লাসিকো জেতার রাতেই নাকি বর্ণবাদী আচরণ হয়েছে ভিনির সঙ্গে। রিয়ালের অভিযোগ আমলে নিয়ে শুধু বার্সাই নয়, লা লিগা কর্তৃপক্ষও এ ঘটনার তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে।

বার্সেলোনা ও লা লিগা দুই পক্ষই আলাদাভাবে এ ঘটনার তদন্ত করার ব্যাপারে বিবৃতি দিয়েছে। লা লিগা লিখেছে, 'আমরা বর্ণবাদী আক্রমণের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার কাজ করে যাচ্ছি এবং এ নিয়ে আমরা প্রাসঙ্গিক অভিযোগগুলো দায়ের করব।' আর বিবৃতিতে বার্সা লিখেছে, 'বার্সেলোনা সব সময় ফুটবল এবং খেলাধুলার চেতনাকে রক্ষা করে চলে। যেমন প্রতিপক্ষকে সম্মান করা। আমরা যেকোনো ধরনের বর্ণবাদী আচরণের তদন্ত করব।'

এক বছরের মধ্যে এ নিয়ে আটবারের মতো বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হলেন ভিনিসিয়ুস। ২০২২ সালে সেপ্টেম্বরে ওয়ান্ডা মেট্রিপলিটানোতে আতলেতিকো মাদ্রিদের ভক্তরা বর্ণবাদী গান গেয়ে ভিনিসিয়ুসকে কটাক্ষ করেন। একই

মাসে কিছু ফুটবল বিশ্লেষক ভিনিসিয়ুসের গোল উদ্‌যাপন নিয়ে সমালোচনা করেন। ডিসেম্বরে তৃতীয়বারের মতো বর্ণবাদী আচরণের শিকার হন এই ব্রাজিলিয়ান।

এবার ভিনির প্রতি বর্ণবাদী আক্রমণ করেন রিয়াল ভ্যালাদোলিদের সমর্থকেরা। চলতি বছরের জানুয়ারিতে আবার আতলেতিকো সমর্থকদের বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়েন ভিনিসিয়ুস।

পরের মাসে একই ঘটনা ঘটে মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচে। আর মার্চ মাসে বার্সেলোনার বিপক্ষে ভিনিসিয়ুসের বর্ণবাদী আক্রমণের মুখে পড়ার কথা জানায় লা লিগা। আর গতকালের আগে সর্বশেষ মে মাসে ভ্যালেন্সিয়া সমর্থকেরা ভিনির সঙ্গে বর্ণবাদী আচরণ করেন। সে ঘটনায় তিনজনকে আটকও করা হয়। এর মধ্যে ভিনির বিরুদ্ধে হওয়া বর্ণবাদী আচরণ নিয়ে সোচ্চার হয় গোটা ফুটবল বিশ্ব। নেইমার, এমবাপ্পেরা ভিনির পাশে দাঁড়িয়ে বার্তা দেন। অবশ্য তাতেও বিশেষ কিছু বদলায়নি। মাঠে নামার পর নতুন করে আবার সেই বর্ণবাদী আক্রমণের শিকার হতে হলো এই উইঙ্গারকে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**